৭৮৬/৯২

তাজাল্লিয়াতে
মুজাদ্দেদী আলফে সানী

YaNabi.in

تجلیات مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ

অনুবাদক ও সংকলক

মুফতী মহম্মদ
জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী

بسم الله الرحمن الرحيم

তাজাল্লিয়াতে
ইমামে রব্বানী

—ঃ মূল লেখক ঃ—

আমিরুল কলম, মুফাক্কিরে ইসলাম, আল্লামা

ডঃ আব্দুল নায়ীম আযিযী

—ঃ অনুবাদক ও সংকলক ঃ—

মুফতী মহম্মদ

জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

প্রকাশক

মাওলানা মহঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
প্রধান শিক্ষক ঃ ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং-৯৬৭৯৯৪৪৮৮০২

প্রথম প্রকাশ -আগষ্ট ২০১৪, শওয়াল ১৪৩৫

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ

মূল্য-৩০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স
নশীপুর বড় জুম্মা মসজিদের নিকটে
পোঃ-নশীপুর বালাগাছি ঃ থানা-রানীতলা ঃ জেঃ-মুর্শিদাবাদ

বই, পত্রিকা, পোষ্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স, কার্ড, মেমো
সাদা কালো ও রঙ্গিন ছাপতে যোগাযোগ করুন।
মোবাইলে, নং-9733527526

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

উৎসর্গ

নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়া কাদেরীয়া রেজবীয়া, চিস্তীয়া, শাহওয়ার্দীয়া তরিকার সকল বুর্জুগানে দ্বীনদের আত্মার উদ্দেশ্যে—

ইতি- লেখক

কৃতজ্ঞতা

আমার এই পুস্তকটির অনুবাদ ও সংকলনের কাজে যিনি আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার সম্মানীয় শিক্ষক ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকার কার্য্য নির্বাহী সম্পাদক পীরে তরিকত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মুজাদ্দেদী ও ইমামে ইলমে ফান হযরত খাজা মুজাফফর হোসাইন রেজবী ও মুফতী সাইয়েদ মহম্মদ কাফিল আহমদ রেজবীর খলিফা হযরত শাহ সুফী আলহাজ মাওলানা বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর প্রতি আমি চীর কৃতজ্ঞ।

ইতি- লেখক

অভিমত

ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গে মাসলাকে আলা হযরতের প্রচারক, খলিফায়ে তাওসীফে মিল্লাত মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবীর পরিশ্রমের ফসল এই অমূল্য বইটি জ্ঞান পিপাষু মানুষদের পিপাষা মিটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। পাঠকবৃন্দকে বইটির পড়ার অনুরোধ রইল। লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। ইতি

খলিফায়ে রায়হানে মিল্লাত মুফতী
মহম্মদ নঈমুদ্দিন রেজবী
প্রাক্তন শিক্ষক- পমাইপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা

মোবাইল নং-
৯৪৩৪৮৬১১১৮

সূচীপত্র

❖ ভূমিকা ৬
❖ মূল পুস্তিকার ভূমিকা ১০
❖ বংশ তালিকা ১১
❖ পবিত্র নাম ও জন্ম ১১
❖ শিক্ষা ও তরবিয়াত ১২
❖ শিক্ষা প্রদান ১২
❖ বায়াত ও খেলাফৎ ১৩
❖ দিল্লি সফর ১৩
❖ মুজাদ্দেদী আলফে সানীর দৃষ্টিতে আকবরী রাজত্ব ১৪
❖ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দ্বীনি প্রচার ১৬
❖ হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার বন্দিত্ব ১৭
❖ কারাগারে অবস্থান ১৯
❖ কারাগারে ইসলাম প্রচার ১৯
❖ কারাগার হতে মুক্তি ১৯
❖ বায়াত ও ইরশাদ ২০
❖ বিশেষ কয়েকজন খলিফা ২০
❖ সংস্কারমূলক কর্ম সমূহ ২১
❖ শরিয়ত ও তরিকত ২১
❖ গায়েবের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী ২২
❖ বিদয়াতের খন্ডন ২৩
❖ শরিয়তকে জিন্দা করা ২৪
❖ সুন্নাতের উপর কঠোর আমল ২৪
❖ বেসাল মোবারক, ২৫
❖ গোসল ২৬
❖ মাজার মোবারক, ২৭
❖ সন্তান সন্ততি, লেখনী ২৭
❖ ইমামে রব্বানীর মুজাদ্দেদী হওয়া সম্পর্কে স্বীকারক্তি ২৮
❖ মাকাম ও অভিমত ২৯
❖ মুজাদ্দেদী আলফে সানীর আকিদাবলী ৩১
❖ কারামত ৩৯
❖ আল্লাহ নামের আদব ৪০
❖ বাঘ হতে বাঁচানো ৪০
❖ বৃষ্টি বন্দ হওয়া ৪১
❖ গোস্তাক বেয়াদবের পরিণতি ৪১
❖ গাওস পাকের উপস্থিতি ৪৩
❖ মুজাদ্দিদের দোয়াতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আরোগ্য লাভ ৪৩
❖ সন্তানের দীর্ঘজীবি হওয়া ৪৪
❖ সন্তানের সুসংবাদ ৪৪
❖ মুজাদ্দেদী আলফে সানীর উপদেশাবলী ৪৫
❖ক্বাদেরী, রেজবী, মুজাদ্দেদীদের উদ্দেশ্যে আমিনে মিল্লাতের উপদেশ ৪৬
❖ নকশেবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া তরিকার শারজা শরীফ ৪৭

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

"আল্লাহু রাব্বো মহাম্মাদিন সাল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লামা
ওয়া আলা জাওয়িহী ওয়া আলিহি আবদাদ দুহুরী ও কারামা"

শায়েখ সারহান্দী ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়েখ আহমদ ফারুকী কুদ্দেসা সিররুহুল আযিয ইসলাম জগতে ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন যাঁর চিন্তধারা, ধ্যানধারণা, গবেষনা, ইসলাম জগৎ কে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর চিন্তাধারায় বর্তমান সময়ের জটিল মসলা ও সমস্যারও সমাধান রয়েছে। তাঁর মুজাদ্দেদী অর্থাৎ সংস্কারমূলক কর্ম ও সংশোধনমূলক কর্ম দর্শনে সম্রাট জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকালের উর্দ্ধোস্তরের সম্মানীত আলেমে দ্বীন আল্লামা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের (হিজরী) অর্থাৎ একাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যায়ত করেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম তাঁকে "মুজাদ্দিদে আলফে সানী" হিসাবে লিখিত করেন। ইহা সমগ্র ইসলাম জগৎ মান্য করে নেয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদীপ প্রোজ্জ্বলিত করেন এবং ইসলাম বিরোধী তুফানের মুখ ফিরিয়ে তাদের সঠিক পথের দিশা দেন। মিল্লাতের বা মুসলীম জাতীর দূরাবস্থার পরিবর্তন ঘটান এমনকি বাদশাহকেও নিজ কদমের প্রতি ঝুকিয়ে দেন অর্থাৎ বাদশাহ ও তাঁর কদমে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন।

ডঃ ইকবাল বলেন–

"গরদান না ঝুকি জিসকি জাহাঙ্গীরকে আগে
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী কি আজিমাত ওয়া ইসতেকামাত কো
সালাম,
আপকি দ্বীনি গায়রিয়াত আউর জজবায়ে হুররিয়াত কো সালাম"

786/92

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক নবীগনের নবী বিশ্বনবী মহম্মদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

পবিত্র কোরআনে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–"আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহে লা খাওফুন........ফিন আখে রাতে"অর্থাৎ শুনে নাও নিশ্চয় আল্লাহর ওলিগনের নাকোন ভয় আছে না কোন দুঃখ। ঐ সব লোক,যারা ঈমান এনেছে এবং খোদা ভীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। (সুরা ইউনুস,১১ পারা,আয়াত ৬২,৬৩)

ইলমে কালাম বিশারদগন বলেন–ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আকিদা অকাট্য প্রমানাদীর ভিত্তিতে পোষন করেন! আর সৎ কর্মাদী শরীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন–ওলী হচ্ছেন তিনিই যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরন হয়। ইহা ইমাম তারাবীর বর্ণিত হাদীসে ও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন–"উলায়েকা কাতাবা..........বিরুহিম মিনহু।" অর্থাৎ এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের অন্তর গুলোতে আল্লাহ ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রুহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। (সূরা মুজাদেলা ২৮ পারা,আয়াত ২২)

পবিত্র কোরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–"আফামান শারাহা...........মির রাব্বিহি।" অর্থাৎ তবে কি ঐ ব্যক্তি যার বক্ষ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে। (সূরা জুমার,২৩ পারা,আয়াত ২২)

উল্লেখিত আয়াত গুলিতে আল্লাহ তায়ালা ওলীগনের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ এর প্রিয় ওলীগনের মধ্যে হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী ফারুকী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একজন বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি একাদশ হিজরীর মহা সংস্কারক,মুজাদ্দিদ তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব সমগ্র ইসলাম জগতে সুপরিচিত। তার ধ্যান ধারণা,মতবাদ বিশ্ব জগতকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি পবিত্র সুন্নাতেপরিপূর্ন ও হাকিয়াতের সমুদ্র ছিলেন। তিনি নবী পাকের মোজেজা সমূহের মধ্যে একটি জলন্ত মোজেজা। তাঁর খোদা প্রদত্ত শক্তির সম্মুখে সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাষ্টীয় শক্তি পরাজিত হয়। তিনি ইসলামের এক উজ্জল প্রদীপ। তিনি উচ্চস্তরের একজন কামেল মুর্শিদ। তিনি সাতটি তরিকা যথা নকশেবন্দীয়া,কাদেরীয়া,চিশতীয়া,শাহারওয়ারদীয়া, কোবরাবীয়া,মাদারীয়া,কালান্দরীয়া–তরিকার ইজাজাত খেলাফৎ প্রাপ্ত মুর্শিদে আযম ছিলেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দেদী কর্মের মধ্যে সম্রাট আকবরের নতুন আবিস্কৃত দ্বীনে ইলাহী কে ধ্বংস করে প্রকৃত ইসলাম তথা তরিকায়ে নববীয়া কে পুনরজীবিত করা। তিনি দুই সমুদ্রের মিলনকারী অর্থাৎ শরীয়ত ও তরিকাতের মিলনকারী এবং আলেম.পীর গনের বিভেদ দূরকারী। শিরক ও বিদাতের খন্ডন কারী। তাঁর এই মুজাদ্দেদী কর্ম এবং সংশোধন মূলক কর্ম দর্শন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কালের উর্দ্ধস্তরের আলেমে দ্বীন আব্দুল হাকিম শিয়াল কোটী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে একাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর জন্য মুজাদ্দিদে আলফে সানী শব্দ ব্যবহার করেন। ইহা ইসলাম জগৎ মান্য করে নিয়েছে।

তিনি ইসলামের চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করেছেন,ইসলাম বিরোধী তুফানকে ধবংস করে দিয়েছিলেন,পথহারা ব্যক্তিদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন,বাদশাহ দের মস্তককে ইসলামের সম্মুখে নত করে দিয়েছিলেন। এক কথায় তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তিনি একজন অসাধারন ব্যক্তি। এ রকম ব্যক্তি বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

তাঁর লিখনী সমূহের মধ্যে মাকতুবাত শরীফ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যা দর্শনে বলতে হয় তিনি একজন ইজতে হাদের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ মাকতুব শরীয়ত,তরিকত,হাকিকাত ও মারেফাতের ভাণ্ডার। তাঁর মাকতুব ইসলাহ (সংশোধন),সংস্কাবের ভিত্তিতে শরীয়ত হতে বিচ্যুত সুফী সাধক এর ভুল ধারণা ও অপছন্দনীয় কর্মের খন্ডন। তা ছাড়া তাঁর মাকতুব সমূহে লিখিত আছে খারাপ উলামাদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের যে ক্ষতি হতে ছিল সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তাদের ভুল সংশোধন সম্পর্কে। সম্রাট আকবরের কাফের আমীর গনের কুফরী আকিদা দ্বারা পবিত্র ধর্মের উপর যে মসিবত অবতীর্ন হতে ছিল তার খন্ডনে,সমস্ত আলেম,উলামা,আমীর,সুফী সাধকদের আকৃষ্ট করে সংশোধন করা সম্পর্কে,বিধর্মীদের সঙ্গে মিলা মেশায় মুসলমানদের মধ্যে যে খারাপ আকিদার জন্ম হয়েছিল তার সংশোধন সম্পর্কে,রাফেজী,খারেজী,নাওয়াসী শিয়া ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার ঘৃণ্য আকিদা হতে সর্তকতা অবলম্বন করা সম্পর্কে এবং বর্তমান নতুন ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি কারী যেমন ওহাবী, দেওবন্দী,লা-মজহাবী,জামাতে ইসলামী,কাদিয়ানী,তাবলিগী জামায়াত যে বিষয়গুলি নিয়ে সমাজে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে সে বিষয়ের সমাধান ও মাকতুব শরীফে মওজুদ রয়েছে। তাঁর মাকতুবাত শরীফকে ইসলাম জগত নির্ভরযোগ্য ও দলিল হিসাবে ব্যবহার করেন। আজও তাঁর লিখনী কর্ম ও মাকতুবাত পৃথিবীতে অমর হয়ে রয়েছে।

ইসলামিক চিন্তাবিদ বহু গ্রন্থ প্রণেতা,পীরে তরিকত হযরত শাহ মাওলানা মহম্মদ খলিলুর রহমান নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "বাংলা মাকামাতে খায়ের"পুস্তকের উপসংহারে বর্ণনা করেন–"মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ,মানুষ সৃষ্টির নিকৃষ্ট। মানুষ মর,মানুষ অমর,মানুষের জন্য মানুষ এসেছে,মানুষের সেবা মানুষের মুক্তির পথ।"

এই সৃষ্টি জগতের অমর মানুষ ইমামে রব্বানী,মুজাদ্দিদে আলফে সানী। তিনি বংশ মর্যদায় ফারুকী,মাজহাবে হানাফী তরিকতে নকশেবন্দী। তিনি মাদার জাত ওলী।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ইসলামিক চিন্তাবিদ,বহু গ্রন্থ প্রণেতা পীরে তরিকত রাহবারে শরীয়ত হযরত আল্লামা আবুল হাসান জায়েদ ফারুকী আজহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "মাকামাতে খায়ের"গ্রন্থে বলেছেন-যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার আলোচনা কস্তুরী সমতুল্য।

মেশকাত শরীফ ১২১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালার বর্ণিত হাদীসের ২ নং টীকায় বর্নিত হয়েছে যে আল্লাহর ওলীগন মরেন না বরং অস্থায়ী স্থান হতে চিরস্থায়ী স্থানের দিকে গমন করেন। তায় অমর মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার বেসালের চারশত বৎসর পূর্তী উপলক্ষে-মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা ডঃ আব্দুল নায়িম আজিজীর উর্দূ ভাষায় রচিত তাজাল্লিয়াতে ইমামে রব্বানী "বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল এবং এই বাংলা অনুবাদের সঙ্গে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার কিছু আকিদাবলী ও উপদেশাবলী সংযোজন করা হল। পাঠকবৃন্দ ইহা হতে উপকৃত হলে শ্রমসার্থকমনে করব। পুস্তকের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় যদি কারো দৃষ্টিতে আসে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সংশোধন করে নিব।

ইতি-

২০শে রমজান মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী
১৪৩৫ হিজরী শিক্ষক-ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা
পোঃ- নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ
ফোন -9564500730

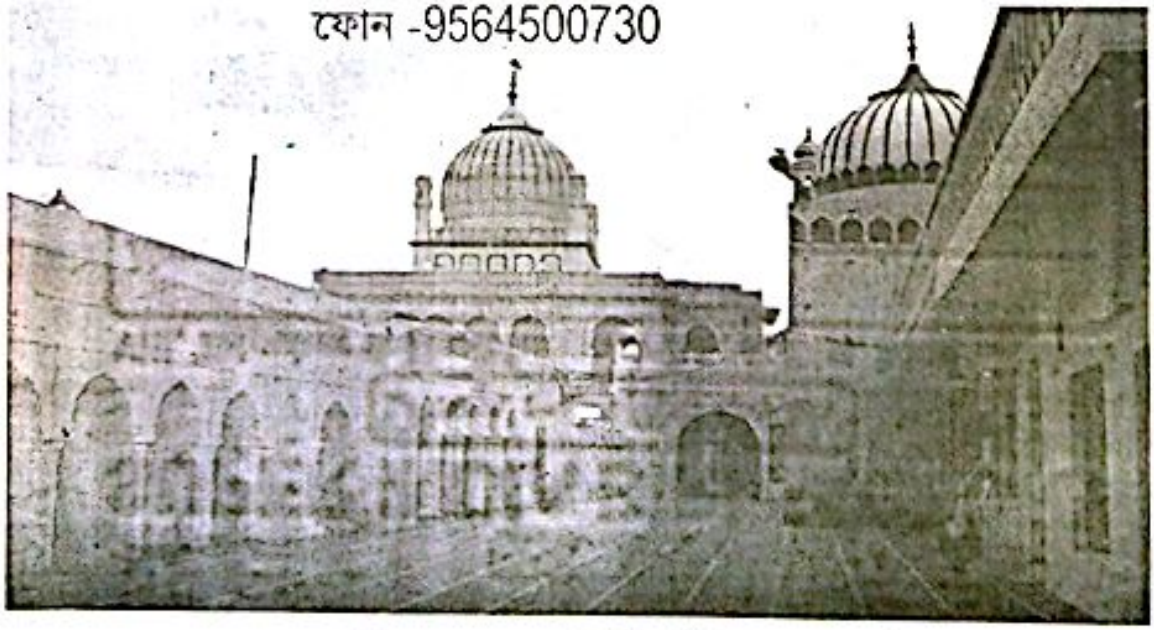

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

৭৮৬/৯২

মূল পুস্তিকার ভূমিকা

একাদশ হিজরীর মুজাদ্দিদে ইসলাম (ইসলামিক সংস্কারক) হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহ্মার ব্যক্তিত্ব ও সত্য ন্যায়ের পথে স্থিরতার পরিচায়ক হিসাবে পরিগণিত হয়। তিনি জ্ঞানে ও কর্মে দৃঢ়তা আধ্যাত্মিকতা ও বিলায়াতের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার জীবন-চরিত, ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সমূহের উপর লিখতে গেলে বিরাট দফতরের প্রয়োজন হবে।

বরকতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ট্রাষ্ট লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) এর প্রেসিডেন্ট মহতারাম হযরত মাওলানা ফারুক আলম সাহেব রেজবী ও তাঁর কমিটির অনুরোধে এই পুস্তিকা মুফাক্কিরে ইসলাম আমিরুল কলম ডঃ মাওলানা আব্দুন নায়ীম আজিজী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী দ্রুততার সহিত প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকা নিজ স্থানে একটি পরিপূর্ণ পুস্তকের মর্যাদার স্থান অর্জন করে।

হযরত আমিরুল কলম হুজুর মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার জীবন চরিত ও চিন্তাধারা এবং আকিদাবলীর মূল বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে এই পুস্তিকায় একত্রিত করেছেন। অথবা ইহা বলা যায় যে কলসে সমুদ্রকে ভরে দিয়েছেন।

মুহতারাম ডঃ মাওলানা আব্দুন নায়ীম আজিজী কেবলা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর ইসলামিক কর্ম সমূহকে যদিও সংক্ষিপ্তাকারে একত্রিত করেছেন তবুও বিশ্বাস যে পাঠকবৃন্দ বিশেষ ভাবে ওলি প্রেমিকগণ মুজাদ্দিদের মান সমন্ধে উপলব্ধি করবেন। ফকির নুরী ডঃ সাহেবকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শ্রেষ্ঠত্বকে সালাম জানাই।

আব্দুল করীম নূরী
সেক্রেটারী
মাদ্রাসায়ে ফায়জানে কাদেরীয়া পিলিভিত শরীফ,
উত্তর প্রদেশ

সরকারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির

বংশ তালিকা

হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বংশধর।

শায়েখ আহমদ (হযরত মুজাদ্দিদের পবিত্র নাম) পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ, পিতা শায়েখ জয়নুল আবেদীন পিতা শায়েখ আব্দুল হাই পিতা শায়েখ হাবিবুল্লাহ পিতা শায়েখ ইমাম রাফিউদ্দিন পিতা শায়েখ নাসিরুদ্দিন পিতা শায়েখ সালমান পিতা শায়েখ ইউসুফ পিতা শায়েখ ইসাহাক পিতা শায়েখ আব্দুল্লাহ পিতা শায়েখ শোয়ায়েব পিতা শায়েখ আহমদ পিতা শায়েখ ইউসুফ পিতা শায়েখ শাহাবুদ্দিন (ফারাক শাহ কাবুলী) পিতা শায়েখ নাসিরুদ্দিন পিতা শায়েখ মাহমুদ পিতা শায়েখ সোলায়মান পিতা শায়েখ মাসউদ পিতা শায়েখ আব্দুল্লাহ (ওয়ায়েজুল আকবর) পিতা শায়েখ আবুল ফাতাহ পিতা শায়েখ ইসহাক পিতা শায়েখ ইব্রাহিম পিতা শায়েখ নাসিরুদ্দিন পিতা শায়েখ হযরত আব্দুল্লাহ পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমায়ীন।

(জুবদাতুল মাকামাত, লেখক-মহম্মদ হাশিম কাসেমী, প্রকাশিত কানপুর ১৩০৭ হিজরী মোতাবিক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

হযরত মুজাদ্দিদের পবিত্র নাম ও জন্ম

নাম ঃ- তাঁর পবিত্র নাম আহমদ, কুনিয়াত আবুল বরকত। পদবী বদরুদ্দিন এবং খেতাব ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী। তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী নামেই সর্বাধিক বিখ্যাত।

জন্ম ঃ- ১৪ই শাওয়াল ৯৭১ হিজরী মোতাবেক ৫ই জুন ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ শুক্রবারের দিন পাঞ্জাবের সারহান্দ শহরে তাঁর জন্ম। ২৮শে সফর ১০৩৪ হিজরী মোতাবেক ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে বুধবারের দিন সিরহান্দে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

চাঁদের হিসাবে তাঁর বয়স ৬২ বৎসর ৪ মাস ১৪দিন খ্রীষ্টাব্দ অনুসারে ৬০ বছর ৬মাস ৫দিন।

তাঁর পিতার নাম হযরত শায়েখ আব্দুল আহাদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি ১০০৭ হিজরী মোতাবিক ১৫৯৮ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। তিনি সেই সময়ের একজন আরিফ ও কামিল হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হযরত রুকুনুদ্দিন আলায়হির রহমার নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট হতে কাদেরীয়া চিশতীয়া তরিকার খেলাফত ও ইজাযত প্রাপ্ত হন।

শিক্ষা ও তরবিয়াত

হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেন। তারপর তিনি তাঁর পিতা হযরত শায়েখ আব্দুল আহাদ রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়াও অন্যান্য উলামাদের নিকটও জ্ঞান অর্জন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন–হযরত শায়েখ ইয়াকুব কাশমিরী, হযরত শায়েখ কাজী বাহালুল বাদাখশানী ও মাওলানা কামাল কাশমিরী।

শিক্ষা প্রদান

জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করার পর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা আকবরাবাদে (আগ্রা) উপস্থিত হন এবং সেখানে শিক্ষা প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট আলেম উলামাগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সেই সময় ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন আকবর। সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে আবুল ফজল ও তার ভাই আবুল ফায়েজ অন্যতম ছিলেন। তারা মুজাদ্দিদের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান সমন্ধে অবগত ছিলেন এবং তাঁকে খুব সম্মান করতেন।

বিবাহ ঃ– যখন হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার আগ্রায় অবস্থান বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তাঁর পিতা হযরত আব্দুল আহাদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে সিরহান্দ শরীফে ফিরিয়ে আনার জন্য আগ্রায় উপস্থিত হন। আগ্রা হতে বাড়ি ফেরার পথে থানেশ্বরে উপস্থিত হন।

সে সময় সেখানকার সরদার এবং সম্রাট আকবরের খুব নিকটতম ব্যক্তি শায়েখ সুলতান নিজ সাহেবজাদীর সঙ্গে সায়েখ আহমদের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার পর তার পিতা তার সাহেবজাদীর সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ এর কার্য্য সুসম্পন্ন করে সারহান্দ শরীফে ফিরে আসেন।

বায়াত ও খেলাফত ঃ-সর্ব প্রথম হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা নিজ পিতা হযরত শায়েখ আব্দুল আহাদ কুদ্দেসা সিররুহুল আজিজ এর নিকট রুহানী ফয়েজ লাভ করেন এবং তাঁর নিকট হতেই চিশতীয়া সিলসিলার খেরকা ও খিলাফৎ লাভ করেন। আর কাদেরীয়া তরিকার খেলাফত সারহান্দের পার্শবতী স্থান কায়থালীর হযরত শাহ সেকেন্দার আলায়হির রহমার নিকট হতে ইযাযত ও খিলাফত লাভ করেন। সারওয়ার্দীয়া সিলসিলার খেলাফত নিজ সম্মানিত উস্তাদ হযরত শায়েখ ইয়াকুব কাশমিরী আলায়হির রহমার নিকট লাভ করেন।

নকশেবন্দিয়া সিলসিলার হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ আলায়হির রহমার (মৃত্যু ১০১২ হিঃ, ১৬০৩ খ্রীঃ) নিকট হতে ইযাযত ও খেলাফৎ লাভ করেন।

(মাশায়েখে নকশেবন্দিয়া-আল্লামা নাফিস আহমদ কাদেরী মিসবাহী, পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৩)

এই চার তরিকার মধ্যে বিশেষ ভাবে নকশেবন্দীয়া তরিকার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি এই তরিকারই প্রচার ও প্রসার করেছেন।

দিল্লি সফর ঃ- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী নিজ পিতার ইন্তেকালের পর নফল হজ আদায়ের ইচ্ছায় সিরহান্দ হতে দিল্লি উপস্থিত হন। সেখানে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর প্রতি অতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং কিছু দিন তার নিকট থাকার জন্য বলেন। তিনি তার নিকট প্রায় দুই মাসের অধিক সময় অবস্থান করে অনেক ফায়জ ও বরকত লাভ করেন। ইহা হুজুর মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা নিজেই স্বীকার করে বলেন যে বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমা আমাকে নকশেবন্দিয়া তরিকার নেসবাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং নকশেবন্দীয়া তরিকার আকাবীর গণের বিশেষ ফায়েজ প্রদান করেন।

-(মাকতুবাত শরীফ ৩য় দুফতর)

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

হযরত খাজা খাজা বাকী বিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেই হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার রুহানী শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছেন।
হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা হতে বর্ণিত যে হযরত বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমা বর্ণনা করেন যে তিনি যখন সিরহান্দ শহরে উপস্থিত হন তখন তাঁকে প্রকাশ্য ভাবে দেখানো হয় যে তিনি কুতুবের এলাকায় উপস্থিত হয়েছেন। এবং ঐ কুতুবের আকৃতি ও বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে তাঁকে অবগত করানো হয়। ইহার পর তিনি শহরের দরবেশদের দিকে লক্ষ করে দেখলেন যে উক্ত আকৃতি ও বৈশিষ্ঠ সম্পন্ন কাইকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তাঁকে দেখেই উক্ত আকৃতি ও বৈশিষ্ঠ তাঁর মধ্যে দর্শন করলেন এবং তাঁর মধ্যে উপযুক্ত যোগ্যতার চিহ্ন দর্শন করলেন। (মহম্মদ হাশিম কাশমী, জুবদাতুল মাকামাত পৃষ্ঠা ১৪১) বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–আমি বর্ণনা করলাম যে একটি বড় প্রদীপ আলোকিত করা হল এবং ক্ষণিকের মধ্যে তার আলো আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল এবং উক্ত প্রদীপ মানুষেরা হাজারও প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতো। শেষ পর্যন্ত আমি এক সারহান্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তার চর্তুদিকে প্রদীপ আলোকিত দেখতে পেলাম। ইহার ইঙ্গিত তোমার দিকেই ছিল।
(জুবদাতুল মাকামাত ১৪১)
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা দিল্লি কয়েকবার সফর করেন এবং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হতে খুব ফায়েজ ও বরকত হাসিল করেন।
হযরত খাজা মহম্মদ বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমা ১০১২ হিজরী মোতাবেক ১৬০৬ খ্রষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ইহার পর মুজাদ্দিদে আলফে সানী দ্বীনের প্রচারে খুব জোর দেন এবং ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন করেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর দৃষ্টিতে আকবরী রাজত্ব

ভারতবর্ষের শাহানশাহ জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর প্রথমদিকে একজন সহীহুল আকিদার মুসলমান ছিলেন। হযরত খাজা আজমিরী ও হযরত শায়েখ সেলিম চিশতী রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতি গভীর মহব্বত ছিল।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হযরত শায়েখ সেলিম চিশতী আলায়হির রহমার দোয়াতে তার পুত্র সন্তান ও জানেশিন নুরুদ্দিন সেলিম জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত শায়েখ সেলিম চিশতী আলায়হির রহমার নাম অনুসারে আকবর তার ছেলের নাম রাখেন সেলিম। কিন্তু পরবর্তি সময়ে সম্রাট আকবর বাদশাহির মোহে, দুনিয়াদার আলেম ও সুফিদের প্ররোচনায়, অমুসলীমদের সাথে মেলামেশায় এবং রাজনৈতিক কারণে প্রকৃত দ্বীন ও মাজহাব হতে বহু দুরে চলে গিয়েছিলেন। ধর্ম দ্রোহিতার মধ্যে এমন ভাবে চলে গিয়েছিলেন যে ৯৯০ হিজরী মোতাবিক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই নতুন ধর্ম দ্বীনে ইলাহীর প্রচার আরম্ভ করেন। আকবর নিজের জন্য স্যাজদা করাকে জরুরী আইনে পরিণত করেছিলেন। তার ধর্ম দ্রোহীতা ও কুফরী আকিদা এত দূরে পৌছে গিয়েছিল যে সে হুকুম জারী করেছিল কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সঙ্গে সকলকে আকবর খলিফাতুল্লাহ বলতে হবে (মায়াজাল্লাহ) শেষ পর্যন্ত সম্রাট আকবর বেঈমান অবস্থায় হিজরী ১০১৪, ইংরেজী ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায়।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা সম্রাট আকবরের সময়ের ইসলামের করুণ অবস্থার কথা অনেক বর্ণনা করেছেন যা তার পবিত্র মাকতুবাত শরীফে দ্রষ্টব্য।

আকবরের মৃত্যুর পর ১০১৪ হিজরীতে তার পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে মুজাদ্দিদে আলফে সানী লালা বেগের নামে একটি পত্র লেখেন। প্রায় এক যুগ পর্যন্ত ইসলামের অবনতি এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে কুফরী নিয়মাবলী চালু করেই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তারা চেয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে যেন মুসলমানত্ব না থাকে। তারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে যদি কোন মুসলমান ইসলামী নিদর্শন পালন করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। যদি বাদশাহ প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের কর্ম সমূহ প্রচলন করেন তবে মুসলমানদের মান সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে কিন্তু যদি বাদশাহ এই বিষয়ে নিরবতা পালন করেন তবে মুসলমানদের জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

(তাজকেরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, প্রকাশিত ১৯৫৯, লক্ষ্ণৌ ১০৪ পৃষ্ঠা)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site
+919093399730

[redacted]

সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহনের সাথে সাথে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ধর্মীয় সংস্কারের কাজ দ্রুততার সহিত আরম্ভ করলেন। বাদশাহের আমির ওমরাহ গণের নিকট পত্র প্রেরণ করে শরিয়ত ও সুন্নাত অনুসরণ করে চলার আহ্বান করে চললেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার ধর্মীয় সংস্কারের ফল এই হল যে সম্রাট নিজেই শায়েখ ফরিদ বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে শরীয়ত সম্পর্কে সম্রাটকে পরামর্শ দেবার জন্য উলামাগণদের নিয়ে একটি সভার আহবান করার নির্দেশ দিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বে-দ্বীনি কর্মকে দেখে যদি বলা হয় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর চেষ্টা ছিল যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে ধর্মীয় রাজত্বকাল হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন তবে ইহা সত্য। যদিও ১০২৮ হিজরী পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার সাক্ষাত হয় নাই। কিন্তু তার সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার বন্দিত্ব

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার বন্দি হওয়া সম্পর্কে তাঁর জীবনী লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিছু লেখকের মত হল, তাঁর ধর্মীয় প্রচারকর্ম দেখে কিছু আমীর ওমরাহ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ও দুনিয়াদার কিছু আলেম ও সুফি চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর খ্যাতি কেবল ভারতবর্ষেই নয় বরং আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মুসলমানরা তাঁর কর্মে ও চরম ভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাহেবজাদা খুররম (শাহজাহান) তাঁর আশিক ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদ ও শেরেকী কর্মের বিশেষ ভাবে রাফেজীদের খন্ডন করতেন এই জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন বিশিষ্ঠ উজির তাঁর বিরোধী ছিল। সে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার বিরুদ্ধে সম্রাট এর নিকট প্ররোচনা দিতে আরম্ভ করে।

তাঁর বন্দিত্ব সম্পর্কে কিছু লেখকের ধারণা সম্রাটকে এই মন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী নিজেকে চার খলিফা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। (মায়াজাল্লাহ)

রাফেজী শিয়ারা সম্রাটকে আরো কুমন্ত্রণা দেয় যে, মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা নিজেকে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। (মায়াজাল্লাহ)

কিছু লেখকের মত সম্রাট জাহাঙ্গীর তাজিমী সাজদাকে জায়েজ মনে করতেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হি রহমা ইহা বিরোধিতা করতেন এই জন্যই সম্রাট তাঁকে বন্দি করেছিল।

আরো বর্ণিত আছে যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। রাজ দরবারে তাঁকে যে দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে সেটাকে নীচু করা হল যাতে প্রবেশের সময় তাঁকে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হয়।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কিন্তু প্রবেশের সময় তিনি মাথা নীচু না করে বরং বসে প্রথমে পা পরে মাথা প্রবেশ করান। অধিকাংশ জীবনী কারকদের মতামত ইহাই যে বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে তাজিমী সাজদা না করার কারণেই তাঁকে বন্দি করে গোয়ালিয়ার কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহাজাহান মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার ভক্ত ছিলেন। তিনি দুজন বার্তাবাহক আফজল খাঁ ও খাজা আব্দূর রহমান মুফতীকে কিছু ফেকাহ শাস্ত্রের পুস্তক দিয়ে মুজাদ্দিদে আলায়হি রহমার নিকট প্রেরণ করেন এবং বলে পাঠালেন যে উলামাগণ বাদশার জন্য তাজিমী সাজদা করা কে জায়েজ বলছেন। যদি আপনি বাদশাহকে সাজদা করেন তবে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি যে বাদশাহর নিকট হতে আপনার কোন কষ্ট বা বিপদ হবে না। কিন্তু মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা ইহা মানতে রাজি হলেন না বরং তিনি বললেন ইহার তো অনুমতি রয়েছে কিন্তু শরীয়তের উপর স্থির থাকার নাম হল যে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সাজদা না করা।

(সুবহাতুল মারজান ফি আসারে হিন্দুস্থান পৃষ্ঠা ৪৯, লেখক গোলাম আলি আজাদ, বিলগেরামী)

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা শরীয়তের উপর অটল থাকাকে অনুমতি অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর বন্দি হওয়ার প্রকৃত কারণ হল দ্বীন ইসলামের উপর দৃঢ় ভাবে স্থির ও অটল থাকা।

ডঃ ইকবাল বলেন–

"গরদান না ঝুকি যিসকি জাহাঙ্গীরকে আগে
জিসকি নাফসে গরম সে হ্যায় গারমী আহরার"।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সরকারে ইমামে রব্বানীর কারাগারে অবস্থান

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার বন্দি হওয়ার সংবাদ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ইহার ফলে বিভিন্ন এলাকায় গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা গোয়ালিয়ার কারাগারে প্রায় এক বৎসর অর্থাৎ ১০২৮-১০২৯ হিজরী পর্যন্ত আটক ছিলেন।

কারাগারে ইসলামিক প্রচার

কারাগারেও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার দ্বীনের খিদমত অব্যাহত ছিল। সে সময় কয়েক হাজার কাফের বাদশাহর কারাগারে বন্দি ছিল। তাদের তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন। সহস্রাধিক বন্দি মুসলমানকে নিজ তরিকা অর্থাৎ নকশেবন্দিয়া তরিকায় বায়েত করে বেলায়েত ও রুহানিয়াতের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য কখনও বদদোয়া করেন নাই বরং তিনি বলতেন-যদি বাদশাহ আমাকে বন্দি না করত তবে কয়েক হাজার মানুষ যারা আমার নিকট হতে দ্বীনি উপকার লাভ করল ইহা হতে তারা বঞ্চিত থাকত।

(খাজিনাতুল আশরাফিয়া লেখক-মুফতী গোলাম শারওয়ার,
লাহোর, প্রকাশিত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, লক্ষ্ণৌ)

কারাগার হতে মুক্তি

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার মুক্তি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু ব্যক্তির মত সম্রাট জাহাঙ্গীর বিশেষ ও সাধারণ জনগনের আন্দোলনে ভীত হয়ে তাঁকে মুক্তি দান করেছিলেন। অন্য লেখকের মত যে সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার দ্বীনি মর্যাদা ও তাঁর ওলিত্বের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীতে নিজেই লজ্জিত হন এবং তাঁর মুক্তির ফরমান জারী করেন।

তাঁর মুক্তি সম্পর্কে ইহাও বর্নিত আছে যে, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্রাট জাহাঙ্গীরকে স্বপ্নে দর্শন দান করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার মুক্তির নির্দেশ দান করেন। সুতরাং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে সম্মানের সাথে মুক্তি প্রদান করেন এবং উপঢৌকন প্রদান করেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মুক্তির পর হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হি রহমা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন এবং তার চরিত্র আকিদার সংশোধন করেন। তিনি সরকারে আজমীর সুলতানুল হিন্দ খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তী আলায়হির রহমার পবিত্র মাজার মোবারকেও উপস্থিত হন এবং সেখান হতে ফায়েজ প্রাপ্ত হন।

বায়াত ও ইরশাদ

হযরত শায়েখ সারহান্দী ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমাকে নিজ পীর ও মুর্শিদ খাজা মহম্মদ বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমা খেলাফত ও ইজাজত প্রদান করেন এবং তাঁরই অনুমতিতে বায়াত ও মুরিদ করা আরম্ভ করেন। তাঁর পবিত্র হস্তে হাজার হাজার ব্যক্তি বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর কারণেই নকশেবন্দীয়া সিলসিলা বিপুল বিস্তার লাভ করে। দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, সিরহান্দ এবং অন্যান্য শহরেও তার মুরিদের সংখ্যা বিস্তারলাভ করেছিল। তাঁর জীবিতবস্থাতেই তাঁর সুখ্যাতি ভারতের বাইরে আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান, তুর্কিস্থান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে বিস্তার লাভ করে। এই সমস্ত দেশ হতে হক অনুসন্ধানকারীগণ এসে তাঁর নিকট হতে ফায়েজ লাভ করেন এবং নকশেবন্দিয়া সিলসিলায় বায়েত গ্রহণ করেন ও মুরিদ হন। বাদশাহর দরবার এবং ফৌজদের সঙ্গে সম্পর্কিত আমীর, উজীর, সৈন্য সামন্ত ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর নিকট বায়েত গ্রহণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর নিকট বায়েত গ্রহণ করে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন।

বিশেষ কয়েকজন খলিফার নাম

১। হযরত খাজা হাশিম কাশমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২। হযরত খাজা মীর মহম্মদ নু'মান রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩। হযরত খাজা বদরুদ্দিন সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৪। হযরত খাজা মহম্মদ সাদেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি (বড় সাহেবজাদা)
৫। হযরত খাজা মহম্মদ সায়িদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি (মেজ সাহেবজাদা)
৬। হযরত খাজা মহম্মদ মাসুম রহমাতুল্লাহি আলায়হি (৩য় সাহেবজাদা)
৭। হযরত খাজা মাওলানা আব্দুল হামিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি (মঙ্গলকোট, বর্ধমান, প্রভৃতি)

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

ধর্মীয় সংস্কারমূলক কর্মসমূহ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কর্ম হল আকবরী ফেৎনা অর্থাৎ দ্বীনি এলাহীর খন্ডন করে ইসলামকে পুনরুজ্জিবিত করা এবং তাজিমী সাজদার দরজাকে চিরদিনের জন্য নাজায়েজ ঘোষনা করে বন্দ করে দেওয়া।

তৎসহ লেখনী ও কর্ম সহযোগে বদ মাজহাবের খন্ডন করা। শরীয়ত ও সুন্নাতকে জীবিত করা। ইসলামী তাসাউফকে আজমী ও হিন্দি প্রচলিত কুসংস্কার থেকে পাক ও পবিত্র করা। তার প্রতিটি পত্র ইসলামী সংস্কার মূলক কর্মের জলন্ত নিদর্শন।

শরীয়ত ও তরিকত

কিছু সুফিবাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা জন্মেছিল যে শরীয়ত ও তরিকত আলাদা আলাদা বিষয়। আজও এই রকম কিছু নামধারী খামখেয়ালী সুফী ও দরবেশ এবং কিছু শরীয়ত বিরোধী জাহেল পীর এই রকমই ভ্রান্ত মত প্রচার করে রেখেছে যা একেবারেই বাতিল। হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা মাকতুবাত শরীফে অর্থাৎ তাঁর পত্র সমূহদ্বারা এই সকল ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করেছেন। আর এটাও প্রকাশ করেছেন যে শরীয়ত ও তরিকত একই বিষয়। তিনি সাইয়েদ আহমদ কাদেরী আলায়হির রহমার নামে একটি পত্র লিখেছিলেন যে শরীয়ত ও তরিকত একই বিষয়। হাকিকাতে একটি থেকে অন্যটি আলাদা নয়। (মাকতুবাত ৩য় খন্ড পত্রনং-৮৪, পৃষ্ঠা ৭৭৮)

শরীয়তের তিনটি অংশ–জ্ঞান, কর্ম ও ইখলাস। এই তিনটি বিষয় যতক্ষন একত্রিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত পূর্ণ হবে না। যখন শরীয়ত পূর্ণ ভাবে পালিত হবে তখনই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। যা দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্য।

(নুরুল হাকায়িক পৃষ্ঠা ৯, প্রকাশিত ১৩৩৩ হিজরী, অমৃতসর)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

গায়েবের সংবাদদাতা নবীর ভবিষ্যত বানী

আল্লামা জালালউদ্দিন সিউতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জামাউল জাওয়ামে পুস্তকে, ইবনে সায়াদ তবকাতে কোবরা ৭ম খন্ড প্রকাশিত বাইরুত ১৩৪ পৃষ্টায়, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী আল ইসবা পুস্তকের ৩য় খন্ড ৫২৫ পৃষ্ঠ্যায়, আল্লামা আলী আল মুত্তাকী কানজুল আম্মাল পুস্তকের সপ্তম খন্ডের ১৩১ পৃষ্ট্যায় বর্ণনা করেছেন-আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ ইবনে জাবের হতে বর্ণিত-"ইয়াকুনু ফি উম্মাতী রাজুলুন ইউকালু লাহু সিলাতুন ইয়াদখুলুল জান্নাতা বেশাফায়াতিহী কাজা ওয়া কাজা" অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যাকে সিলা বলা হবে তাঁর শাফায়াতে এত এত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একবার হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমাকে রাসুল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে সুসংবাদ দান করলেন যে তোমার শাফায়াতে কিয়ামতের দিন হাজার হাজার ব্যক্তিকে মাফ করা হবে। উক্ত সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি খাবার তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন এবং এই সুসংবাদ এর বর্ণনা করেন। হযরত খাজা হাশিম কাশেমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত খাজা মহম্মদ মাসুম রহমাতুল্লাহি আলায়হির নামে যে দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করেন তার মধ্যে তিনি লিখেছেন-আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি জায়ালানীসিলাতান বায়নাল বাহরাইনে ওয়া মুসলিহান বায়ানাল ফিয়াতাইনে। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাকে দুই সমুদ্রের (শরীয়ত ও তরিকত) সংযোগকারী করে এবং দুই জামায়াতের (জাহেরী ও বাতেনী) আলেমদের একত্রকারী ও সংশোধনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। (১ম দফতরের মাকতুব ২৩ পৃষ্ঠা) উক্ত পত্রের শেষ অংশে তিনি আরো উল্লেখ করেন আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরও একটি বিরাট কাজ সমাধা করিয়েছেন। আমাকে কেবলমাত্র পীর মুরিদী করার জন্যই প্রেরণ করা হয় নাই। ইহার দ্বারা আকবরী ফেতনা ধ্বংশ করার দিকেই ইশারা করা হয়েছে। তার জলন্ত প্রমাণ তাজিমী সাজদার খন্ডন।

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

তিনি মস্তক দিতে তৈরী ছিলেন কিন্তু মস্তক নিচু করতে রাজি হন নাই।

(মাকামাতে খায়ের ৫৬–৫৭ পৃষ্ঠা, হযরত মুজাদ্দিদ আউর উনকি নাকেদীন ১০৮–১০৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত গায়েবের সংবাদদাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী ও সুসংবাদ হাদীসে সিলা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার ব্যক্তিত্বের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কেননা হাজার সালের মধ্যে অন্য কাউকে সিলা উপাধীতে ভূষিত করা হয় নাই।

গায়েবের সংবাদদাতা নবী এক হাজার বৎসর পূর্বেই যার সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি তারই প্রকাশ। এই জন্যই তিনি জাহেরী ও বাতেনী উলামাদের সংশোধন করে একত্রিত করেন এবং শরীয়তের ও তরিকতের বিরোধ মিটিয়ে একত্রিত করে প্রকৃত ইসলামকে পুনঃজীবিত করে পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন।

বিদায়াতের খন্ডন

শরীয়ত ও তরিকত যে আলাদা বিষয় এই ভুল ধারণায় শরীয়তের কর্ম সমূহ পালন করার বিষয়ে মানুষের মধ্যে অলসতার সৃষ্টি করেছিল এবং ইহার ফলে বিদয়াতের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা এই সব বিদয়াতের খন্ডন করেন। বিদয়াতে হাসানা ও নবীপাকের ইতায়াতের মোকাবেলায় তুচ্ছ। হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা ঐ ভাল কর্মকেও উত্তম মনে করতেন না যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মহব্বত থেকে অমনোযোগী করে দেয়। তিনি নামাজে শায়েখের খেয়াল কে নামাজ ভঙ্গের কারণ মনে করতেন না। (নুরুল খালায়েক)

ফলাফল

যখন শায়েখের খেয়ালে নামাজ ভঙ্গ হয় না তখন জানে নুরে কালব হজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যিনি শরীয়তের মালিক তাঁর খেয়ালে কেমন করে নামাজ ভঙ্গ হবে। বরং তাঁর স্মরণ বা মহব্বত ব্যতিত নামাজ নামাজই নয়। ওহাবী দেওবন্দী ইসমাইল দেহলবী সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাবে বলেছে–নবীর খেয়ালে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। (মায়াজাল্লাহ)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমামে রব্বানী আলায়হির রহমার নিকট এ রকম ব্যক্তিগন ঈমান হারা। সুতরাং সমস্ত পীর পন্থিদের সতর্ক থাকা দরকার যে ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী, লা-মাজহাবীগণের নেতা সাইয়েদ আহমদ রায়বেরেলীর ও ইসমাইল দেহলবী এদের সমর্থকগণের পিছনে নামাজ পড়া বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ নয়।

শরীয়তকে জিন্দা করা

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার বহু পত্রের মধ্যে জাহির শরীয়ত ও বাতিন শরীয়তের অনুসরণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর শরীয়তের অনুসরণকে সমস্ত বেদাতের প্রতিষেধক এবং মানুষের সৌভাগ্যের মেরাজ বলেছেন। হুজুর মুজাদ্দিদে আলায়হির রহমা আরকানে সুলতানাত অর্থাৎ বাদশার মন্ত্রিবর্গ এবং নিজ মুরিদগণকে অসংখ্য পত্র প্রেরণ করেছেন যার মধ্যে নবীপাকের অনুসরণের উপর অর্থাৎ (ইত্তেবায়ে নবীর উপর) অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শায়েখ ফরিদ বোখারীর নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন যার মধ্যে লিখেন–কাল কিয়ামতের দিন শরীয়ত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে তাসাউফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে প্রবেশ এবং নবীপাকের নৈকট্য শরীয়তের অনুসরণের সঙ্গেই সম্পর্কীত। আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম যাঁরা সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্ঠ তাঁরা শরীয়তের দিকেই আহ্বান করেছেন। পর জগতের মুক্তি নির্ভর করে শরীয়তের উপরই। আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রেরণ করেছেন। সর্বাপেক্ষা বড় নেকী হল শরীয়তের প্রচারের চেষ্টা করা এবং শরীয়তের হুকুমকে জিন্দা করা। বিশেষ করে ইহা ঐ সময় যখন ইসলামের নিদর্শনাবলীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হবে। (দারুল মারেফাত ২য় খন্ড, মাকতুব নং ২৮)

সুন্নাতের উপর কঠোর আমল

সাইয়েদ আলে রাসুল হাসনাইন মিঞা বারকাতী সাজ্জাদানাশীন আসতানায়ে আলীয়া কাদেরীয়া বরকাতীয়া, মারেহারা শরীফ। "কেয়া আপ জানতে হ্যায়" পুস্তকের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে হযরত মুজাদ্দিদ সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অসিয়ত করেছিলেন যে–

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হে আমার বেটী তুমি গর্ভবতী আছো আমার ওফাতের পর তোমার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। সেই সন্তানকে আমার কবরের উপর বসাবে এবং সে তখন প্রস্রাব করবে তখন আমার কবর ধৌত করে দিও। কেননা নবীপাকের সমস্ত সুন্নাতের উপর আমার আমল হয়ে গেছে কিন্তু একটি সুন্নাত অর্থাৎ নাতীর প্রস্রাব করার সুন্নাতটি আমার আদায় করা হয় নাই। অর্থাৎ নবীপাক একদিন তাঁর নাতীকে কোলে নিয়ে ছিলেন তখন নাতী তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দেয়। তখন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা পানি নিয়ে এসে ধৌত করে দেন। এই সুন্নাতটি আমার কবরের উপর আদায় করবে। তাঁর বেসালের পূর্বে তাঁর কোন নাতী জন্ম গ্রহণ করে নাই।

তাঁর ভবিষ্যতবানী বাস্তবায়িত হয় তাঁর বেটীর পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর অসিয়ত মোতাবেক কবরে নিয়ে গিয়ে সুন্নাতটি আদায় করা হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমাকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চস্থান দান করেছেন, ইলমে লাদুন্নীও প্রদান করেছেন। তাঁর পূর্ণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

বেস্বাল মোবারক

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা ইন্তেকালের প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ১০২৪ হিজরীতে বলেন– ইহা দেখা গিয়েছে এবং ইলহাম হয়েছে যে কাজায়ে মোবাররম এবং আমার বাহ্যিক জীবনের বয়স ৬৩ বৎসর। (জুবদাতুল মাকামাত ২৮২ পৃষ্ঠা, লেখক খাজা মহম্মদ হাশিম কাশমী)

১০৩৪ হিজরীতে জিলহজ্জ মাসের মাঝামাঝিতে তাঁর শাসকষ্ট আরম্ভ হয়। তিনি বেস্বালের আকাঙ্খায় একবার বলেন–যদি হাকিম ইহা বলে যে আপনার অসুখের আরোগ্য হওয়া সম্ভব নয় তবে আমি খোদা তায়ালার শোকর আদায় করব।

১০৩৪ হিজরী ২৪শে সফর বৃহস্পতিবার হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ফকিরদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। সে সময় তাঁর শাসকষ্টের সাথে সাথে জ্বর আরম্ভ হয়। এই অবস্থাতেই ২৮শে সফর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হয়ে জ্বর অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে বলেন–ইহা আমার জীবনের শেষ তাহাজ্জুদ নামাজ।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

তিনি আর ও বলেন –দাফন ও কাফন সুন্নাতে রাসুল মোতাবেক যেন হয় এবং আমার কবর সাধারণ স্থানে যেন হয়। (জুবদাতুল মাকামাত ২৮৯ পৃঃ) সুবহানাল্লাহ। হযরত মুজদ্দিদ আলায়হির রহমা ফানার এ অবস্থায় উন্নীত ছিলেন যে কবরের নিশানার ও কোন চিন্তা করতেন না। ইহার পর ২৮ শে সফর সোমবার তিনি ইহ জগৎ ত্যাগ করেন এবং প্রিয় প্রাণকে নবী পাকের নিকট সোপর্দ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

ঃ গোসল ঃ

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হি রহমার গোসলের অবস্থা বর্ণনা করার মত। খাজা মহম্মদ হাশিম কাশমী বর্ণনা করেন যে যখন গোসল প্রদান কারীগণ তাঁর পবিত্র দেহ কে তক্তার উপর শোয়ালেন এবং কাপড় খুললেন তখন তারা দর্শন করলেন যে হযরত নামাজে নিয়ত বাঁধার মত হাত বেঁধে আছেন। অথচ বেস্বালের সময় তাঁর সাহেব জাদাগন হাতকে সোজা করে দিয়েছিলেন। আর তিনি মুচকি হাঁসতেছেন এবং ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করছেন। ইহার পর বাম দিকে শুইয়ে ডান দিকে ধৌত করা হয় এবং তারপর ডান দিকে শুইয়ে পর বামদিক ধৌত করার পর যখন সোজা করে শুয়ান হয় তখন উপস্থিত ভক্তগন দেখেন ছাড়া হাত আবার নামাজের কায়দায় বেঁধে নিলেন। হাত লাগিয়ে দেখা গেল যে হাত মজবুত অবস্থাতেই বাঁধা আছে। অথচ তাঁর শরীর ও হাত ফুলের মত নরম ছিল। উপস্থিত ভক্তগন কয়েক বার হাত সোজা করলেন কিন্তু পুনঃরায় তিনি হাত বেঁধে নিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহেব জাদা খাজা মহম্মদ সায়িদ আলায়হির রহমা বলেন–যখন হযরতের ইহাই ইচ্ছা তখন রাখতে দাও। (জুবদাতুল মাকামাত ২৯৩ পৃঃ)

ইয়াদ হ্যায় যবকে তুম হুয়ে পয়দা সভীই হাঁসতে থে
তুম তো রোতে থে
অব রহো ইস তরহ কে মরতে দম সভীই রোতে হুঁ
তুম রহো হাঁসতে।

<u>বিঃ দ্রঃ–ইহা হতে পরিস্কার হয় যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা বেস্বালের পরেও জীবিত।</u>

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মাজার মোবারক

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার পবিত্র মাজার পাঞ্জাবের সারহান্দ শহরে। সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিগণ তাঁর জিয়ারতে ধন্য।

সন্তান সন্ততি

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার সাতজন সাহেব জাদা তাঁরা যথাক্রমে–১) খাজা মহম্মদ সাদেক (ইন্তেকাল ১০২৫ হিজরী) ২) খাজা মহম্মদ সায়িদ (ইন্তেকাল ১০৭০ হিজরী) ৩) খাজা মহম্মদ মাসুম (ইন্তেকাল ১০৭৯ হিজরী) ৪) খাজা মহম্মদ ফারাখ (ইন্তেকাল ১০২৫ হিজরী) ৫) খাজা মহম্মদ ঈসা (ইন্তেকাল ১০২৫ হিজরী) ৬) খাজা মহম্মদ আশরাফ (শিশু অবস্থায় ইন্তেকাল করেন) ৭) খাজা মহম্মদ ইয়াহ ইয়া (ইন্তেকাল ১০৯৬ হিজরী) রহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমায়ীন।

তিন জন সাহেবজাদী–১) বিবি রোকাইয়া বানু ২) বিবি খাদিজা বানু ৩) বিবি উম্মে কুলসুম রহমাতুল্লাহি আলায়হিন্না।

লেখনী

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার পবিত্র লেখনী সামগ্রীর মধ্যে তাঁর মাকতুবাত শরীফ অর্থাৎ পত্রাবলী বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ইহা পাঠ করলে ঈমান জ্যোর্তিময় হয় আত্মা সজীব ও হৃদয় জীবিত হয়।

ইহা ছাড়াও তাঁর অন্যতম রচনা– ১) আররেসালা ফি ইসবাতিন নবুয়ত ২) তালিকাতুল আওয়ারিফ ৩) আল হাসিয়া আল শারহিল আকায়িদিল জালালী ৪) আল মুকাদ্দামাতুল সানিয়া ফি ইনতিসাল ফিরকাতিস সুন্নীয়া ৫) মাবদা ও মায়ারিফ ৬) মুকাশিফাতে গায়বিয়া ৭) মুয়ারিফুদ দুনিয়া ৮) রাদ্দুল রাফিজা ৯) শারহ রোবাইয়াতে খাজা বিরাঙ্গ ১০) রেসালায়ে তাইন ওয়ালাতাইন ১১) রেসালায়ে মাকশুদুস সালেহীন ১২) রেসালা দর বয়ানে মাসলা ওয়াহদাতুল আজুদ ১৩) আদাবুল মুরিদিন ১৪) রেসালায়ে জজর ওয়া সোলুক ১৫) রেসালায়ে ইলমে হাদীস ১৬) রেসালা হালাতে খাজেগানে নকশেবন্দীয়া ১৭) মাজমাওয়ায়ে তাসাউফ প্রভৃতি।

YaNabi.in

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে স্বীকারোক্তি

মাহেরে রেজবীয়াত প্রফেসর ডক্টর মহম্মদ মাসউদ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি–

কাসে খবর কে হাজারু মাকাম রাখতা হ্যায়
ওহ্ ফিকর জিসমে বে পরদাহো রুহ কোরানী

হিন্দুস্থানের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কালে হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা যে সংস্কারমূলক কর্ম সম্পাদন করেছেন তা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে। মাওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটি হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমাকে "মুজাদ্দিদে আলফে সানী" হিসাবে অখ্যায়িত করেন অর্থাৎ তিনি হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর মুজাদ্দিদ। ইসলামী জগত ইহা এক বাক্যে সমর্থন করেন।

(মুজাদ্দিদে আলফে সানী হালাতে আফকার ও খিদমত)

খাজা মহম্মদ হাশিম কাশমী রহমাতুল্লাহি বলেন-এ বিষয় আমার মনে উদয় হয়েছে যে যদি বর্তমান সময়ে উর্দ্ধোত্তরের উলামাগণের মধ্যে কেউ এই বিষয়কে সমর্থন করেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর মুজাদ্দিদ করে প্রেরণ করেছেন তা হলে ইহা মেনে নেওয়া যেত। একদিন আমি এই ধারণা নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন–মাওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী যিনি ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন যা পুরো হিন্দুস্থানে দেখা যায় না। তিনি আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন। তাঁরপর হযরত মুচকি হেঁসে বলেন–তাঁর প্রশংসনীয় বাক্যের মধ্যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বাক্য লেখা ছিল। হযরত মুজাদ্দিদের সমসাময়িক উলামাগণ ও তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী হিসাবে মান্য করেছেন।

হযরত শাহ গোলাম আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বলেছেন। (মাকতুবাত শরীফ লাহোর ১৩৭১ হিজরী প্রকাশিত)

কাজী মহম্মদ সানাউল্লাহ পানীপাত্তীও হযরত কে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দির মুজাদ্দিদ লিখেছেন।

(ইরশাদুত ত্বালেবীন, মাতবুয়া লাহোর ১৩৭১ হিজরী)

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মাকাম ও অভিমত

হযরত মাওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী, হযরত মাওলানা হাশিম কাশেমী, হযরত শাহ নিজাম আলী, হযরত কাজী মোঃ সানাউল্লাহ পানীপাত্তি এবং প্রফেসর ডঃ মহম্মদ মাসউদ আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হিম গণের লেখনী হতে হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার উচ্চস্থান দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত।

১। ইহা ছাড়াও মাওলানা মহম্মদ হাসান গাওলী (ইন্তেকাল হিঃ ৯৮০) আলায়হি রহমার, মুরিদ শাহ মহম্মদ গাওস গোয়ালিয়ারী বলেন–মুজাদ্দিদ (আলায়হির রহমা) মাহবুবিয়াতের উচ্চ মর্যাদাই অধিষ্ঠিত। ওহাদানিয়াতের মাহফিলের শীর্ষ স্থানীয় এবং মাকামে ফারদিয়াত ও কুতবিয়াতের মরতবায় অধিকারী। (জুবদাতুল মাকামাত পৃঃ ২১৮)

২। মাওলানা রহমান আলী বলেন যে মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার সিলসিলা হিন্দুস্থান থেকে অতিক্রম করে রোম,শাম,পশ্চিমাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। (তাজকেরায়ে উলামায়ে হিন্দ পৃঃ ১১)

৩। মাওলানা গোলাম আলী আজাদ বিলগেরামী বলেন যে–মুজাদ্দিদে আলফে সানী এ রকম এক বৃষ্টি ধারা যার দ্বারা আরব আযম সঞ্জীবিত হয়েছে। তিনি এই রকম এক সূর্য্য যার রশ্মিতে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি জাহেরী এবং বাতেনী জ্ঞানের খাজানার মালিক। (সুব হাতুল মিরজাম পৃঃ ৪৭)

৪। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী বলেন যে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব এমন একজন সতন্ত্র ব্যক্তি যিনি সে সময়ের জন্য মঙ্গলময় এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পরিপূর্ন। শরীয়ত ও তরিকতের উপর তিনি স্থির। মা'রেফাতে ও হাকিয়াতে এক উচ্চ অটল পাহাড়ের মত। তার সম্পর্কে আরও গুনবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। (তাজকেরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী লেখক মহম্মদ মানজুর নো'মানী)

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

৫। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি আলা নাদুওয়াতুল উলামার সম্পাদক মাওলানা মহম্মদ আলী মুঙ্গিরীকে যে পত্র ৫ই রমজান-১৩১৩ হিজরীতে লিখে ছিলেন ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার দ্বীনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেন যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী নিজ মাকতুব শরীফে ইরশাদ করেন যে একশত কাফেরের ফাসাদ অপেক্ষা বেদাতীদের (বেদাতে শাইয়া) ফাসাদ অধিক কঠিন। মাওলানা আল্লাহর ওয়াস্তে ইনশাফ করো। আপনাদের মতো জায়েদ এবং দ্বীন ও মজহাবের অপরিণাম দর্শীতা কারী কমিটি বেশী জানে না হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ?

৬। আবুল কালাম আজাদ বলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ব্যক্তিত্ব উম্মতের ঐ উর্দ্ধোস্তরের ব্যক্তিগনের মধ্যে যাদের সম্মান মর্যদা ভালো ধারণার জন্য করা হয় কিন্তু তাঁর জীবনের কর্ম সমূহের উপর পরদা পড়ে আছে জন সমূখ্যে প্রকাশিত হয় নাই। (তাজকেরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ২৫৪ পৃঃ)

৭। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ (আহলে হাদীস) সরকারে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর জ্ঞান ও কর্ম,মান ও মর্যদা স্বীকার করেছেন। যাদের বিশ্বাস ও কলমে আল্লাহ ও রাসুল সম্পর্কে কত গোস্তাখী হয়েছে এবং কত ওলি আওলিয়া বোর্জগানে দ্বীনের কাফের বানিয়েছে তাদের মধ্যে হতে নবাব সিদ্দিক হাসান হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমাকে আলিম আরিফে কামেল এবং নকশেবন্দীয়া তারিকার ইমাম লিখেছে। (তাজকেরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী)

৮। আল্লামা ডাঃ ইকবাল হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানীকে (খ্রীষ্টাব্দ মতের) সতের শতাব্দীর একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন চিন্তাবিদ লিখেছেন এবং কবিতার দ্বারা তাঁর সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন।

ওহ হিন্দ মে সারমায়ায়ে মিল্লাত কা নেগাহবান
আল্লাহ নে বরওয়াক্ত কিয়া জিসকো খবরদার।
(মুল উর্দূ কেতাব তাজল্লিয়াতে মুজাদ্দিদে
আলফে সানী এর অনুবাদ সমাপ্ত হল)

YaNabi.in

মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ সারহান্দী রহমাতুল্লাহির আকিদাবলী

ঈমান মূল আমল তার শাখা। আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ! বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য আকিদা বলী সহীহ হওয়া জরুরী। যদি ঈমান ও আকিদাবলী সঠিক না হয় তবে তার আমল যতই উন্নত মানের হউক না কেন বা যতই ভালো নিয়তে আদায় করা হউক না কেন তা আল্লাহর নিকট না কবুল হবে না তার সওয়াব পাওয়া যাবে। ভষ্মে ঘি ঢালা হবে।

যেমন ইহুদীগনের দরবেশ এবং খৃষ্টানদের রাহেব নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রেসালাতের অস্বীকার কারী। তওরাত ও ইঞ্জিলে নবী পাকের গুনাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের যে বর্ণনা আছে তা তারা গোপন রেখে এবং পরিবর্তন করে প্রকাশ করতে থাকে। আজও ইহুদী ও ইসায়ীদের ইহাই চরিত্র। এই জন্যই তাদের সমস্ত ভাল কর্ম,সৎ কর্ম সমূহ আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয় কবুল হয় না। তারা কাফের মুশরেক গনের মতই জাহান্নামে যাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে।

এ রকমই বর্তমান সময়ে ওহাবী,দেওবন্দী,তাবলিগী জামায়াত,জামাতে ইসলামী গায়ের মুকাল্লিদ লা মাজহাবীগন এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইহুদী ও খৃষ্টানগনের দরবেশ ও রাহেবদের মতই নবী পাকের গুনাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বকে গোপন রেখে প্রকৃত ইসলামিক আকিদাবলীর বিরুদ্ধা চারন করতেছে এবং সুকৌশলে মোমেন মুসলমানদের অমূল্য ঈমান কে ধংস করতেছে।

প্রকৃত মৌমিন হওয়ার জন্য দুটি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। প্রথমতঃ নবীপাকের তাজিম ও সম্মান দ্বিতীয়তঃ তাঁর ইশক ও মহব্বত। নবীপাকের প্রকৃত মহব্বত ব্যতিত ঈমান কখনই পূর্ণ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুগণের সঙ্গে দুষমনী না রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে মহব্বত হতেই পারে না।

"মহম্মদ কি মহব্বত দ্বীনে হককি শর্তে আওয়াল হ্যায়
এসিমে হো আগর খামি তো সবকুছ না মুকাম্মাল হ্যায়।"

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে এই সব পথ ও মতের মান্যকারীগণ শিরক ও বিদাতের বাহানা করে আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের মতাবলম্বীদের বিভ্রান্ত করে পথ ভ্রষ্ট করছে। কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের আকিদাবলীর এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, উলামায়ে মুজতাহিদীন এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের বিরোধী। যে সময় অখন্ড ভারতবর্ষে দ্বীন ইসলামকে ধ্বংশ করার চক্রান্ত চলছিল সেই সময় মুজাদ্দিদে আলফে সানী মহা সংস্কারক হয়ে ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করে তাঁর লেখনী ও কর্মের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের আকিদাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সুন্নী মুসলমানদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন এবং থাকবেন। তাই তার কিছু আকিদাবলী সুন্নী মুসলমানদের হিতার্থে নিম্নে প্রদত্ব হল–

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার মাকতুবাত শরীফ হতে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদাবলী মুফাককিরে ইসলাম আল্লামা নাফিস আহমদ কাদেরী মেসবাহী,শিক্ষক জামেয়া আশরাফিয়া মোবারক পুর"মাশায়েখে নকশেবন্দীয়া পুস্তকের ৫৪৮ পৃষ্ঠা হতে ৫৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে সব আকিদাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন তা হতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল–

১। আখেরাতের নাজাত বা মুক্তি তাদেরই জন্য নির্ধারিত যাদের সমস্ত কর্ম ও কথা আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকিদাবলী মোতাবেক হবে। কেবলমাত্র ঐ একটি ফেরকা বা দলই জান্নাতী। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত ব্যতিত যত রকমের ফেরকা বা দল আছে বা হবে সকলেই জাহান্নামী। আজ কেও এ বিষয়কে জানুক অথবা না জানুক কাল কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি ইহা জানতে পারবে কিন্তু সেই সময় তাদের জানাতে কোন উপকার দিবে না। (মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী,১ম খন্ড মাকতুবাত নং ৬৯)

২। কেবলমাত্র মুখে কলেমা শাহাদাত পড়লেই মুসলমান হওয়ার জন্য কখনই যথেষ্ট নয়। সমস্ত জরুরীয়াতে দ্বীন (দ্বীনের জরুরী বিষয় সমূহ) কে সত্য হিসাবে মান্য করা এবং কুফর ও কাফেরের জাল হতে দূরে থাকা ও ঘৃনা করা তবেই মানুষ মুসলমান হবে।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি গন জরুরীয়াতে দ্বীনের উপর ঈমান রাখার দাবী করে অথচ কুফর ও কাফেরদের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকে না বা ঘৃনা করে না সে ব্যক্তি হাকিকাতে মুরতাদ তার হুকুম মুনাফেকের হুকুম।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

৪। যতক্ষন খোদা ও তাঁর রাসুলের শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা না রাখবে ততক্ষন পর্যন্ত খোদা ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে মহব্বত হবে না।

৫। যে ইলমে গায়েব আল্লাহ পাকের জন্য খাস সে সমস্ত ইলমে গায়েব আল্লাহ নিজ বিশেষ রাসুলদের অবহিত করান।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী,১ম খন্ড মাকতুবাত নং ১০০)

৬। আল্লাহ তায়ালা নিজ হাবিব কে উল্লেখ করে বলেছেন–হে মাহবুব,যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে আসমানকে সৃষ্টি করতাম না। যদি তোমাকেসৃষ্টি না করতাম তবে আমি যে রব তা প্রকাশ করতাম না।

আল্লাহ নিজ হাবিবকে আরও বলেন–হে মাহবুব,আমি এবং তুমি,এবং তুমি ছাড়া যা কিছু রয়েছে সব তোমারই জন্য সৃষ্টি করেছি।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী,২য় খন্ড মাকতুবাত নং ৮)

৭। সমস্ত উম্মতই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খাদেম,অধিনস্ত ও গোলাম।

৮। মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা বলেন–আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আমার এ জন্য-মহব্বৎ যে তিনি হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রব।

৯। সমস্ত সাহাবাগনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ্য সাইয়েদোনা হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ্য সাইয়েদোনা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই দু'জনের উপর ইজমায়ে উম্মত রয়েছে।

অধিকাংশ উলামায়ে আহলে সুন্নাত এর ইহাই মত যে তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ্য সাইয়েদোনা হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

ইহার পর সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ্য সাইয়েদোনা মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সঙ্গে উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা,সাইয়েদোনা তালহা,সাইয়েদোনা জোবায়ের,সাইয়েদোনা আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের যে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল ইহাদের মধ্যে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হকের উপর ছিলেন।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আর এ সব হযরতগন ভূলের উপর। কিন্তু তাঁদের ভূল বা ত্রুটি ইনাদী (শত্রুতা মূলক) ছিল না বরং খাত্বায়ী ইজতেহাদী (গবেষনা মূলক) ছিল। মুজতাহিদগণ খাত্বায়ী ইজতেহাদীর জন্যও একটি সওয়াব পান। আমাদের উচিৎ সমস্ত সাহাবাগণের উপর মহব্বত রাখা তাদের সম্মান প্রদর্শন করা যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর সঙ্গে শত্রুতা হিংসা, বিদ্বেষ রাখবে সে বদমাজহাব। যে ব্যক্তিরা কলেমা পড়ারপর নিজেদের মুসলমান মনে করে কিন্তু সাহাবাগণের সঙ্গে শত্রুতা করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের বলেছেন।

"লে ইয়াগিছা বিহিমূল কুফফার।" সূরা ফাতাহ, আয়াত-৪৯)

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী ১ম খন্ড মাকতুবাত নং ৬৪ ও ৪৬৬)

১১। হুজুর পুর নুর সাইয়েদোনা গওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু এর পবিত্র সময়কাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত ওলি আবদাল, আখতার, আওতাদ, নুকাবা, নুজাবা, গওস বা মুর্শিদ হবেন সকলেই বিলায়াতের ফায়েজ ও তরিকতের বরকত লাভ করার জন্য হজুর গওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুখাপেক্ষী হবে। তাঁর ওয়াস্তা বা ওসিলা ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত কোন ওলি হবেন না।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী ৩য় খন্ড মাকতুবাত নং ১৪৩)

১১। মুকাল্লিদের জন্য অর্থাৎ মাজহাব মান্যকারীদের জন্য ইহা জায়েজ নয় যে নিজ ইমামের মতের বিরুদ্ধে কোরআন ও হাদীস শরীফ হতে শরীয়তের আহকাম নিজে বের করে তার উপর আমল করা। মুকাল্লিদের জন্য ইহাই জরুরীযে যে ইমামের তাকলিদ করে সেই ইমাম এরই নির্ভরযোগ্য কাওল (মত) জেনে তারই উপরে আমল করা।

১২। মুসলমান বলে দাবীদার বদ মাজহাবের সোহবত বা সংস্পর্স প্রকাশ্য কাফেরের সংস্পর্স থেকেও অধিক ক্ষতিকারক।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী ১ম খন্ড মাকতুবাত নং ৫৪)

১৩। খোদা ও তাঁর রাসুলের দুষমনের সঙ্গে মেলামেশা করা বিরাট বড় গোনাহ।

১৪। আকাবীর ও বোর্জগানে দ্বীনেদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, তিরস্কার করা হতে নিজেকে বিরত রাখা জরুরী। এই কর্ম হতে দূরে থাকা দরকার।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

❁ নূরে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)—
হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ সিরহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নুর নবী হওয়া সম্পর্কে মাকতুব শরীফের ৩য় দফতর ১০০ নং মাকতুবে বলেন–জানা উচিৎ যে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মোবারক জন্ম অন্যান্য ব্যক্তিদের মত নয় বরং বিশ্ব জগতের সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে ও তাঁর জন্মের ব্যক্তিত্বের কোন তুলনা হয় না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানব আকৃতিতে নুরের সৃষ্টি। ইহা নবীপাক স্বয়ং বলেছেন। আমি আল্লাহর নূরে সৃষ্টি অন্য কেউ এই দৌলত প্রাপ্ত হয় নাই।

অর্থাৎ নবীপাক আল্লাহর নুরে সৃষ্ট নূর। তিনি আকৃতিতে নুরী মানব। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের আকিদা।

❁ বাশারিয়াতে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)—হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে বে-মেসল বাশার অর্থাৎ তুলনাহীন মানব এই সম্পর্কে ৩য় দফতর ১৪ নং মাকতুবে বলেন–যে দূর্ভাগাগণ হযরত মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বাশার অর্থাৎ সাধারণ মানুষ মনে করে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মত ধারণা করে তারা নবীপাকের ব্যক্তিত্বই অস্বীকারকারী। আর সৌভাগ্যবান তারা যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে রাসুল, বিশ্ব জগতের রহমত এবং অন্যান্ন ব্যক্তিদের থেকে সতন্ত্র উচ্চ মর্যাদাশীল মনে করে তারাই ঈমানদার ও জান্নাতী।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার মতে নবী তুলনাহীন, উদাহারণ হীন মহামানব। নবী আমাদের মত বা সাধারণ মানুষ নন। নবীকে আমাদের মত মানুষ বলা ইবলিশের কথা।

❁ নবীপাকের ইলমে গায়েব—হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে ৩য় দফতরের ২২ নং পত্রে নবীপাকের একটি হাদীস শরীফ নকল করেছেন। “ফা আলিমাতু ইলমাল আওয়ালিনা ওয়াল আখেরীনা।” অর্থাৎ আমি আওয়ালিনা ওয়াল আখেরীনার জ্ঞান জেনে নিলাম অর্থাৎ নবীপাক সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

তিনি হরফে মুকা ওয়াত অর্থাৎ আলিফ-লাম-মিম, হা-মি ইত্যাদি সম্পর্কে ৩য় দফতর ১০০ নং পত্রে বলেন-কোরআনের হরফে মুকাত্তয়াত সমস্ত হালাতের হাকিকাত ও সুক্ষ্ম ভেদতত্ত্ব সম্পর্কের রহস্য ও ইংগিত। যা মুহিব আল্লাহ ও তাঁর মাহবুবের মধ্যে প্রকাশিত কিন্তু ইহা কার সাধ্য যে উহা অর্জন করে ? তাঁর আকিদা ছিল যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবকে সমস্ত জ্ঞান এমনকি হরফে মুকাত্তয়াত এর জ্ঞানও দান করেছেন।

❁ আম্বিয়ায়ে কেরাম তুলনাহীন মানব—হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা আম্বিয়াগণ সম্পর্কে ১ম দফতরে ১০১ তাকতুবে বলেন-কাফেরগণ নিজেদেরকে নবীর মত মনে করে নবুয়তের মর্যাদা অস্বীকারকারী হয়েছে।

ইহা হতে পরিষ্কার যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার আকিদা ছিল যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নুর এবং উদাহারণহীন। এই রকমই সকল নবীগণ সৃষ্টি জগতে উদাহারণহীন।

❁ হায়াতে আম্বিয়া আলায়হি সালাম—মাকতুবাতের ২য় দফতর ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৬ নং পত্রে বলেছেন যে-নবীগণ কবরে নামাজ পড়েন। আমাদের নবীপাক মেরাজের রাত্রে মুসা আলায়হিস সালামকে কবরে নামাজ পড়তে দেখেছেন এবং আসমানেও তাঁকে দর্শন করেছেন।

অতএব প্রমাণিত নবীগণ জীবিত ইহাই মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার আকিদা।

❁ বে-সায়া-নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার আকিদা ছিল যে নবীপাক ছিলেন ছায়াহীন অর্থাৎ তাঁর পবিত্র শরীরের কোন ছায়া ছিল না। তিনি ৩য় দফতরের ১০০ নং পত্রে বলেন-নিশ্চয়ই তাঁর পবিত্র শরীরের কোন ছায়া ছিল না তার কারণ ইহাই যে বাহ্যিক জগতের প্রত্যেক বস্তু হতে তাঁর ছায়া সুক্ষ্ম। হুজুরপাক হতে কোন সুক্ষ্ম বস্তু দুনিয়াতে নেই। ইহার পর তাঁর ছায়া কেমন করে হতে পারে।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

❊ মিলাদে মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা মিলাদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মাকতুবাত শরীফে বলেন–মিলাদ শরীফের সভাতে যদি মধুর আওয়াজে কোরআন শরীফ পাঠ করা হয় হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নায়াত শরীফ এবং কাসিদা পাঠ করা হয় তাতে কি ক্ষতি ? উল্লিখিত উক্তি হতে প্রমাণিত যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার নিকট মিলাদ শরীফ পাঠ করা জয়েজ।

❊ আওলিয়াগণের নিকট সাহায্য- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা আওলিয়াগণের নিকট সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে ১ম দফতরের ১৯০ নং পত্রে বলেন–তুমি কি জানো যে পীর কে ? পীর তাঁকেই বলে যার দয়াতে তুমি আল্লাহপাক পর্যন্ত পৌছানোর রাস্তা পাবে। বিভিন্ন রকমের সাহায্য এই রাস্তাতে তার দ্বারাতে তুমি পেতে থাকবে।

এই সম্পর্কে ১ম দফতরের ২১৭ নং পত্রে তিনি আরো বলেন–আমার কেবলা হযরত বাকী বিল্লাহ বলতেন–হুজুর গওসেপাক হযরত মহিউদ্দিন জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু পুস্তকে বলেছেন–

তাকদিরে মুবাররম পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই কিন্তু আমি ইহা পরিবর্তন করতে পারি।

আল্লামা ইকবাল বলেন–

"নিগাহে মরদে মোমিন সে বদলজাতী হ্যায় তাকদিরে
যো হো জাওকে ইয়াকিন পয়দা তো কাট জাতী হ্যায় জিনজিরে।"

❊ ইসালে সওয়াব- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা ইসালে সওয়াব সম্পর্কে ১ম দফতরের ৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন–তোমাদের জন্য জরুরী যে ইহসানের বদলা ইহসানের সঙ্গে দেওয়া। প্রত্যেক সময় দোয়া ও সাদকার দ্বারা তাদের সাহায্য করা। কেননা মৃত ব্যক্তি কবরে ডুবন্ত ব্যক্তির মত। মৃত ব্যক্তিরা সব সময় নিজ পিতা মাতা ভাই বন্ধুদের দিকে দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। ইহা ইমাম জালালউদ্দিন সিউতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শারহুস সুদূর পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

❁ **হুব্বে আহলে বায়াত** - হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা আহলে বায়াতের মহব্বত সম্পর্কে ৩য় দফতরের ১২৩ নং পত্রে বলেন–আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত হওয়ার একটি শর্ত হল যে মানুষ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মহব্বত রাখবে যে ব্যক্তির দিল আহলে বায়াতের মহব্বত হতে খালি সে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত হতে বহির্ভূত এবং সে খারেজী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত।

উল্লিখিত আলোচনা "খোতবাতে গওস ও রাজা হতে সংগৃহিত এবং মাশায়েখে নকশেবন্দিয়া ও মাহানামায়ে আলা হযরত ২০১৩ জুলাই)

❁ **নবীপাকের নাম শ্রবণে চোখে চুমা দেওয়া** - হযরত সাইয়েদোনা ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী সারহান্দী আলায়হির রহমা আজানে নবীপাকের নাম শ্রবণ করে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমা দিয়ে চোখে লাগাতেন। হযরত খাজা আহমদ হোসাইন নকশেবন্দী কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "জাওহারি মুজাদ্দেদীয়া" পুস্তকের ৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে মুজাদ্দিদে আলফে সানী যে সময় আজান শ্রবণ করতেন তখন তার উত্তর দিতেন এবং দ্বিতীয় শাহাদাত অর্থাৎ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ শ্রবণ করতেন তখন দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমা দিয়ে চোখে লাগাতেন এবং কুররাতু আইনীবেকা ইয়া রাসুলাল্লাহ পাঠ করতেন। (আল বুরহান ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

বেরাদারানে ইসলাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা কিছু আকিদাবলী লিখিত হল। যদি বিস্তারিত জানার ইচ্ছা করেন তবে মাকতুবাত শরীদ পাঠ করুন। তাঁর আকিদাবলী এই জন্য উল্লেখ করা হল যে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত এর মতাবম্বীগন জানতে পারেন যে আজ আমরা যে আকিদা বলী মান্য করে চলছি তা ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার ও উহাই আকিদা। আর মুজাদ্দিদে আলফে সানীর যে আকিদা সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন সালফে সালেহীন উলামায়ে মুজতাহে দ্বীন,পীর, অলি আওলিয়া বোর্জগানে দ্বীনদের ও উহাই আকিদা। ইহাকেই বর্তমানে বলা হয় মাসলাকে আলা হযরত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে যেন এই মাসলাকে হকের উপর জীবিত রাখেন এবং ইহার উপরই যেন আমাদের মৃত্য হয়। আমিন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহ্‌মার
কারামাত

ওলিগনের সর্বাপেক্ষা বড় কারামাতশরীয়তের উপর অটুট থাকা। যদি কোন ব্যক্তি শরীয়তের পাবন্দ না হয় তবে তার হাওয়াতে উড়া পানির উপর চলাকে ইসতেদরাজ বলে। ইহা সন্ন্যাসীদের কর্ম। ইহা কারামাত নয়। আল্লাহর ওলিদের জন্য শরীয়তের ইত্তেবা করা জরুরী। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের কঠিন পাবন্দ ছিলেন এবং নিজ সাহেব জাদা ও মুরিদদের কে শরীয়তের উপর স্থির থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি ফরজ ওয়াজিব এমনকি মুস্তাহাব ও পাবন্দী সহকারে আদায় করতেন। তিনি শরীয়ত মুতাবিক জীবন যাপন করতেন। ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কারামাত।

তিনি যে ইসলামিক প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন আজও মানুষের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার ফায়েজ ও বরকতে আলোকিত হয়ে আছে এবং ইনশায়াল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে থাকবে।

হ্যায় ফায়লে হর সো তুমহারে জালওয়ে
তুমহারে আনওয়ার আলফে সানী—
সারাপা রহমত সারাপা রহমত
তুমহারা দরবার আলাফে সানী—
তু হুসনে ফারুকী—কি তাজাল্লী—
তু নুরে সিদ্দিক কি কিরন হ্যায়—

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আল্লাহ নামের আদব

একদিন হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কাজায়ে হাজাত অর্থাৎ পায়খানা প্রসাবের জন্য বাইরে গেছেন। দেখেন একটি মাটির পাত্র নাপাকের মধ্যে পড়ে আছে এবং তার উপর আল্লাহ নাম লিখিত আছে। তিনি উক্ত পাত্রকে উঠিয়ে পানি দ্বারা ধৌত করে এক পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে এক উচ্চ জাগায় রাখলেন। প্রয়োজনে তিনি সেই পাত্রে পানি ও পান করতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো–"হে আমার বান্দা শায়েখ আহমদ,যে ভাবে তুমি আমার নামের সম্মান করেছো এ রকমই আমি তোমার নাম দুনিয়া আখেরাতে সম্মান দিলাম"। হযরত শায়েখ আহমদ বলেন–যদি আমি একশো বৎসর ও ইবাদত,রিয়াজাত করতাম তবুও এরকম ফায়েজ বরকত আমার উপর অবতীর্ন হত না যা এ আমল করাতে হয়েছে।

(মাকামাতে ইমামে রব্বানী ৭৩ পৃঃ)

বাঘ হতে বাঁচানো

হযরত শায়েখ মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার এক বিশেষ মুরিদের মধ্যে হযরত সাইয়েদ জামাল বর্ণনা করেন যে আমি এক জঙ্গলে ছিলাম হঠাৎ একটি বাঘ আমার সামনে উপস্থিত হল। একাকী অবস্থায় আমি ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গেলাম এবং ভয়ে শরীর কাঁপতে লাগলো। তখন আমি হযরত শায়েখ মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার স্মরন করে সাহায্য পার্থনা করলাম। সাহায্য প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি হযরত শায়েখ একটি আসা (লাঠি) নিয়ে উপস্থিত হয়ে খুব জোরে লাঠি বাঘের মাথার উপর মারলেন। ইহার পর আমি গভীর দৃষ্টিসহ দেখি কিন্তু হযরত শায়েখ কে বা বাঘকে কাউকে দেখতে পেলাম না। (জোবদাতুল মাকামাত ৩৫১ পৃঃ)

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বৃষ্টি বন্দ হওয়া

একদা হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী আজমীর শরীফে অবস্থান করতে ছিলেন। সে সময় রমজান মাস বর্ষার সময় ছিলো। হযরত নিজ অভ্যাস মোতাবেক তারাবীহ নামাজ পড়তে ছিলেন। তিনি যে মসজিদে তারাবীহ পড়তে ছিলেন সেখানে ঘরে মাত্র বিশ জন ব্যক্তি নামাজ পড়তে পারবে। তিনি প্রথম তারাবীহ পড়ার পর বলেন যে কোরআন মাজীদ খতম করার ইচ্ছা কিন্তু খতম করা পর্যন্ত আল্লাহর ফজলে যদি বৃষ্টি না হত তবে মাসজিদের বাইরে আরাম করে তারাবীহ পড়া যেত। ইহার পর ২৭শে রমজান পর্যন্ত চার বার খতম করেন কিন্তু কোন রাত্রেই বৃষ্টি হয় নাই। (জোবদাতুল মাকামাত)

গোস্তাখ ও বেয়াদবের পরিনতি

হযরতের একজন সাহেব জাদা বর্ণনা করেন যে প্রতিবেশী এক ব্যবসিকের মাল চুরি হয়ে যায়। হযরতের একজন প্রিয় যুবকের উপর পাবলিক চুরির তহমত লাগালো। তখন যুবক নিজ অসম্মান ও কষ্টের ভয়ে পালিয়ে যায়। বিচারকের কোতোয়াল হযরত কে ডেকে পাঠায়। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে কোতোয়াল হযরতকে বেয়াদবীর ভাষায় কথা বার্তা বলে। কিন্তু তিনি তাকে নরম ভাবে উত্তর দিতে ছিলেন। এ সময়েই মাওলানা তাহের বদাখশী সেখানে উপস্থিত হন। তিনি দেখেই কোতায়াল কে বলেন–তুমি কি জানো তুমি কাকে ডেকে এ রকম কথাবার্তা বলছো ? হযরত শায়েখ মাওলানাকে এ সব বলতে নিষেধ করলেন। ইহার পর কোতোয়াল হযরত কে ছেড়ে দিলেন। ইহার পর খুব বেশী দেরী হয় নাই কোতোয়ালের সঙ্গে এলাকার এক ব্যক্তির লড়াই আরম্ভ হয়। কোতোয়াল তার লোকজন সহকারে বালাখানার উপর বারুদ নিয়ে উঠে। হঠাৎ সে বারুদে আগুন লেগে কোতোয়াল ও তার লোকজন সহ পুড়ে মারা যায়। (জোবদাতুল মাকামাত ৩৫৮ পৃঃ)

ইহা ছাড়াও তাঁর দ্বারা বহু কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি দেওয়া হল। (সংগৃহিত খোতবাতে গাওস ও রাজা)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার দোয়ায় কাজায়ে মুবাররম পরিবর্তন

+919093399730

মাকতুবাত শরীফে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আলায়হির রহমা বলেন যে হুজুর গওসে পাক বলেছেন যে আমি কাজায়ে মুবাররাম পরিবর্তন করতে পারি। আমার কর্ম কাজায়ে মুবাররমে রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে আমি পেরেশান ছিলাম এবং চিন্তা করতে ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মর্যাদা প্রদান করেন ইহাতে আমি শান্তি লাভ করি।

কাজী সানাউল্লাহ পানি পাত্তী রহমাতুল্লহি আলায়হি তাফসীরে মাজহারীতে বর্ণনা করেন যে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আলায়হির রহমার দুই জন সাহেব জাদা মুল্লা তাহের লাহোরীর নিকট ইলমে শারীয়ত শিক্ষা করতেন। একদা হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমা বলেন যে হে আমার বাচ্চারা তোমাদের উসতাদ শাকী (বদবখত বা দূর্ভাগা),আমি তার পেশানীতে লেখা দেখছি। সাহেব জাদাগন আবেদন করলেন– হুজুর আপনি মুজাদ্দিদ আমাদের উসতাদের দুর্ভাগ্য কে সোভাগ্যে পরিবর্তন করে দেন। অতঃপর মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার দোয়াতে তাদের উসতাদের পেশানীর শাকী(দুর্ভাগ্যর) স্থলে সয়িদ (সৌভাগ্য) এ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত গওসুল আযম আব্দুল কাদের জ়িলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শায়েখ আহমদ সারহান্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আগমন সম্মন্ধে ভবিষ্যত বানী—

হযরত মাওলানা সায়িদ নকশেবন্দী (সাবেক খতীব মাসজিদে হুজুর দাতা গঞ্জে বখ্স্ লাহোর) মাসলাকে ইমামে রব্বানী পুস্তকে এবং জনাব খাজা আবুল ফয়েজ কামালুদ্দিন মহম্মদ এহসান লিখিত রওজাতুল কাইউ মীয়া পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় ও ফকিহে আসর হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ আমিন সাহেব"আল বুরহান"পুস্তকের ৪৭৫ পৃষ্ঠায়,তুর্কীস্থান থেকে প্রকাশিত "মুনতাখাবাত আজ মাকতুবাতে মা'ওমীয়া"পুস্তকের শেষ অংশে মাসলাকে মুজাদ্দিদ পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হয়েছে।

অনেক বোর্জগানে দ্বীন হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির আগমন সম্পর্কে বহু পূর্ব হতে ভবিষ্যত বানী করেছেন। তার মধ্যে হুজুর পীরানে পীর দাস্তেগীর মাহবুবে সুবহানী শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অন্যতম। তিনি এক দিন মুরাকাবার পর বললেন–আমি একটি নুর দর্শন করলাম যার প্রকাশ ও আগমন আমার

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

পাঁচ শত বৎসর হবে। তাঁর নাম হবে শায়েখ আহমদ। তাঁর দ্বারা দ্বীন ইসলামের সংস্কার সাধিত হবে। তার পর গওসে পাক নিজ খেরকা মোবারক নিজ খলিফা সাহেবজাদা আব্দুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে সোর্পদ করলেন এবং অসিয়ত করলেন যে এই খেরকা সুরক্ষিত রাখো যে দিন ইমামে রব্বনী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদের আগমন হবে তখন তাঁকে আমার সালাম ও খেরকা পোঁছে দিবে। এই খেরফা গওসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খলিফা ও আওলাদ গনের মাধ্যমে ১০১৩ হিজরীতে হযরত শাহ কামাল কায়থালী রহমাতুল্লাহি আলায়হির পোতা হযরত শাহ সেকেন্দার কাদেরী কায়থলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট সারহান্দে উপস্থিত হয়ে ইহা প্রদান করেন।

গওসে পাকের উপস্থিতি

এক রাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমা এর নিকট মানুষেরা আবেদন করেন যে হযরত গওসুল আযম কুতুবে সে তারা (ধ্রুব তারা) হতে যেন উপস্থিত হন।

সুতরাং তাঁর তাওয়াজ্জুতে (মনোযোগে) কুতুবে সেতারা দ্বিখন্ডিত হয়ে হযরত গাওসুল আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষের ইচ্ছা মোতাবেক উপস্থিত হন। মানুষেরা নিজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দর্শন করলেন এবং তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মুজাদ্দেদী কর্মের এবং তাঁর কাইউমীয়াত এর স্বীকৃতি প্রদান করেন। পুনরায় ফিরে যান।

মুজাদ্দিদের দোয়াতে জাহাঙ্গীর বাদশার আরোগ্য লাভ

একবার বাদশাহের এক কঠিন অসুখ হয়। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আলায়হির রহমা তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। বাদশাহ সে সময় বিছানায় শুয়ে ছিলেন উঠার ক্ষমতা ছিল না। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী যখন তাঁর বিছানার নিকট উপস্থিত হলেন তখন বাদশাহ তাঁর আরোগ্যের জন্য হযরতের নিকট দোয়ার আবেদন করলেন। তিনি তখন বললেন অজুর জন্য পানি নিয়ে এসো, নামাজ আদায় করে বাদশার সুস্থতার জন্য দোয়া করব।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

খাদিমেরা অজু করার জন্য সোনার পাত্রে চাঁদির থালার উপর রেখে পানি নিয়ে আসল। তিনি বললেন সোনা চাঁদির পাত্র ব্যবহার করা হারাম। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, হারাম কাকে বলে ? তিনি বললেন–যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন। বাদশার বেগম রানী নুরজাহান পর্দার আড়াল হতে সব দেখতে ছিলেন, তিনি একজন ৮রম জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। সাথে সাথে একটি সাধারণ পাত্রে পানি ভর্তি করে একটি সাধারণ থালায় রেখে প্রেরণ করলেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহ্মা অজু করে নামাজ আদায় করলেন ও বাদশাহর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন–আমি দোয়া করছি তুমি আল্লাহর নিকটে কান্না করো। আল্লাহ্ তোমার উপর দোয়া করবেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির রহমা দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ্ আরোগ্য লাভ করলেন। বাদশাহ্ বিছানা হতে উঠে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তৌবা করে হযরতের মুরিদ হয়ে যান।

সন্তানের দীর্ঘজীবি হওয়া

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার এক নিকট আত্মিয়র সন্তান ভূমিষ্ঠ হত কিন্তু জীবিত থাকতো না। শিশু অবস্থাতেই মারা যেত। ইহার জন্য তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। একবার তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তানটি নিয়ে হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার দরবারে উপস্থিত হন এবং আবেদন করেন আমি নজর মেনেছি যে এই সন্তান যদি জীবিত থাকে এবং বড় হয় তবে তাকে হযরতের গোলামীর জন্য উৎসর্গ করব।হযরত মুজাদ্দিদ তায়াজ্জুহ করার পর সেই সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল হক এবং বলেন ইনশায়াল্লাহ এই সন্তান জীবিত থাকবে এবং দীর্ঘজীবি হবে। হযরতের দোয়ার বরকতে উক্ত সন্তান জীবিত ছিল ও দীর্ঘজীবি হয়েছিল।

সন্তানের সুসংবাদ

একজন আমীর হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রহমার নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন যে আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি কিন্তু এ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান হয় নাই।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Muslim Site

আল্লাহর ওয়াস্তে আমার অবস্থার দিকে একটু নজর করুন। হযরত কিছু সময় মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকার পর বলেন–লওহে মাহফুজে তোমার এই বিবির কোন সন্তান নাই তবে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করো তবে নিশ্চয় তার দ্বারা সন্তান লাভ করবে এবং তোমার বংশ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এমতবস্থায় ইহার কিছু দিন পর তার বিবি ইন্তেকাল করে। উক্ত আমির দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় বিবির ঔরসে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার উপদেশাবলী

১) আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে মহব্বত করার অর্থই হচ্ছে খোদার সঙ্গে শত্রুতা করা।

২) বে-আমল আলেম ঐ পরশ পাথরের মতো অন্যকে তো সোনা বানায় কিন্তু নিজে পাথরই থেকে যায়।

৩) নফসের উপর শরীয়তের পাবন্দ থাকা সর্বাপেক্ষা কঠিন।

৪) দুনিয়া কৃষি ও বীজ বপনের স্থান কেবল পানাহার ও ঘুমাবার জন্য নয়।

৫) আল্লাহ ওয়ালার কারামাত খোজ করি ও না তাঁর ব্যক্তিত্বকেই কারামাত মনে করো।

৬) কোন জাহেল না ওলি হয়েছে,না হবে।

৭) আল্লাহর রাসুল কে রাসুল মনে করার অর্থই হল কেবলমাত্র তাঁরই পায়রবী করা।

৮) পরিবারবর্গ তোমার প্রজা তোমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

৯) দুনিয়া এক অপবিত্র যা সোনার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে।

(সংগৃহিত–"সিরাতে ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী–"১৮০-১৮১ পৃঃ)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কাদেরী রেজবী নকশেবন্দী মোজাদ্দেদীদের উদ্দেশ্যে আমিনে মিল্লাতের উপদেশ

ডঃ সায়েদ মহম্মদ আমিন বরকাতী মারে হারাবী,প্রফেসর আলিগড়,ইউনিভারসিটি,মাসনাদে নাশীন খানকায়ে কাদেরীয়া বরকাতীয়া মারে হারা শরীফ ইউ.পি ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলামী কনফা রেন্স,দেহলী ৩১ মার্চ ২০০৬ এর সাদারাতী ভাষনে বলেন–আমরা কাদেরী,চিশতী নকশেবন্দী এবং শাহরওয়ারদী পরে প্রথমে আমরা সকলে সুন্নী। এ সম্পর্কে বলেন-মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র নকশীবন্দীদের জন্যই নয় বরং চিশতী কাদেরী সকলের জন্য সম্মানের পাত্র। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী নকশেবন্দীদের প্রথমে কাদেরী এবং প্রথম তিনি নিজ পিতার নিকট এই সিলসিলাতেই বায়াত গ্রহন করেন। তারপর তিনি খাজা বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমার নিকট নকশেবন্দীয়া সিলসিলায় বায়াত গ্রহণ করেন। আওলিয়া গনের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আলায়হির রহমার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ রঙ ছিল সেই রঙ তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের উপর অর্পন করেন যাতে তার পরিবর্তে ইসলাম আহমদ রেজা বেরলবী রাহমাতুল্লাহি আলয়ায়হি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ছিলেন আর হযরত শায়েখ আহমদ সারহান্দী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ এই দুইজনের মধ্যে এতই সাদৃশ্য বা মিল যে দুজনেই সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যদা ও সম্মানের হেফাজতের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে মোকাবেলা করেছিলেন। (সংগৃহিত–মাহানামায়ে আলা হযরত অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০০৭, বেরেলী)

ডঃ আল্লামা ইকবাল বলেন–

হাজির হুয়া ম্যায় মুজাদ্দিদ কি লহদ পর
ওহ খাক সো হ্যায় জিরে ফালাক মাত্বলায়ে আন ওয়ার
গারদান না ঝুকি জিসকি জাহাঙ্গীরকে আগে
আল্লাহনে বর ওয়াক্ত কিয়া জিসকো খবরদার।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

নকশেবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া তরিকার শাজারা শরীফ

১) সাইয়েদুল কাওনাইন রাসুলুস সাকালাইন ওসিলাতুনা ফিদ দারাইন হযরত আহমদ মুজতাবা মহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাক ও সাল্লাম।

২) হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

৩) হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

৪) হযরত কাসিম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

৫) হযরত জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

৬) হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

৭) হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

৮) হযরত আবু আলী ফরমাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

৯) হযরত ইউসুফ হামদানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১০) হযরত আব্দুল খালিক গাজদাওয়ানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১১) হযরত আরিফ রিওগিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১২) হযরত মাহমুদ আনজির ফাগনাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৩) হযরত আজিজানে আলী রামায়তানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৪) হযরত মহম্মদ বাবা সামমাসী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৫) হযরত সাইয়েদ আমীরে কোলাল রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৬) ইমামুত তরিকত হযরত সাইয়েদ বাহাউদ্দিন নকশেবন্দ বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৭) হযরত আলাউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৮) হযরত ইয়াকুব চারখী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১৯) হযরত ওবায়দুল্লাহ আহরার রহমাতুল্লাহি আলায়হি

২০) হযরত মহম্মদ জাহেদ ওলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

২১) হযরত দরবেশ মহম্মদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি

২২) হযরত খাজেগী আমকানগী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

২৩) হযরত রাদিউদ্দিন মহম্মদ বাকীবিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

২৪) ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ সারহান্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৫) হযরত মহম্মদ মাসুম মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৬) হযরত সায়ফুদ্দিন মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৭) হযরত সাইয়েদ নুর মহম্মদ রাদায়ুনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৮) হযরত মির্জা জানে জানা মাজহার রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৯) হযরত শাহ গোলাম আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩০) হযরত শাহ আবু সায়িদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩১) হযরত শাহ আহমদ সায়িদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩২) হযরত শাহ মহম্মদ ওমর রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩৩) হযরত শাহ আবুল খায়ের ফারুকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩৪) হযরত শাহ আব্দুল আজিজ খুলনবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩৫) হযরত শাহ মহম্মদ আলিমুদ্দিন ওড়াহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৩৬) হযরত শাহ মহম্মদ খলিলুর রহমান নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী আলিমাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (সংগৃহিত,মাকামাতে খায়ের পৃঃ ৫১১,৫১২,

(উক্ত পুস্তকে মাশহুর সাতটি তরিকার শাজারা শরীফ বর্ণিত হয়েছে)

আলহামদুলিল্লাহ নকশেবন্দী মুজাদ্দেদীয়া তরিকার মাশায়েখগন সকলেই সুন্নী সহীহুল আকিদার অনুসারী। এই তরিকায় কোন বদ মজহাবের স্থান নাই।

YaNabi.in

Largest Sunni Bangla Site

+919093399730

মুফতী জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী রচিত
নিম্নলিখিত বইগুলি সংগ্রহ করুন
মোবাইল নং- ৯৫৩৪৫০০৭৩০

ইসলামী আকায়েদ
ইমাম আযম
সুন্নী নামাজ শিক্ষা

খোতবার আজান
দেওবন্দী তাবলিগী
পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা

আপনি পড়ুন ও অপরকে উৎসাহিত করুন

অক্ষর বিন্যাস-বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস, নশীপুর বড় মসজিদ মোড় কল-৯৭৩৩৫২৭৫২৬